শর্ম্মিষ্ঠা নাটক।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে
ইষ্টান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৭০ সাল।

মঙ্গলাচরণ।

মদেক সদয়বর

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

তথা

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

মহোদয়েষু।

নমস্কার পুরঃসর নিবেদন মিদং।

আমি এই দৈত্যরাজবালা শর্ম্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। যদ্যপি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবে আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য্য হইব।

মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন ইতি।

শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তস্য।

কলিকাতা
১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

যযাতি

মাধব্য (বিদূষক)

রাজমন্ত্রী

শুক্রাচার্য্য

কপিল (তস্য শিষ্য)

বকাসুর

অন্য একজন দৈত্য

এক জন ব্রাহ্মণ

দৌবারিক

দেবযানী

শর্ম্মিষ্ঠা

পূর্ণিকা (দেবযানীর সখী)

দেবিকা (শর্ম্মিষ্ঠার সখী)

নটী

একজন পরিচারিকা

দুই জন চেটী

নাগরিক গণ

সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পর্ব্বত—দূরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী।

এক জন দৈত্য যুদ্ধবেশে।

দৈত্য। (স্বগত) আমি প্রতাপশালী দৈত্যরাজের আদেশানুসারে এই পর্ব্বতপ্রদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস্ কচ্চি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ ঐ দূরবর্ত্তি নগরে দেবতারা যে কখন্ কি করে, কখনই বা কে সেখান্ হতো রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। (পরিক্রমণ) আর এ উপত্যকাভূমি যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয়;—স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ

মধুরস্বরে গান কচ্চে; চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনকুসুম্ বিকশিত; ঐ দূরস্থিত নগর হত্যে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদু মন্দ পবন সঞ্চার হচ্চে; আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্সরীগণের তান-লয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্ব্বত নিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্চে। কি আশ্চর্য্য! এই স্থানের গুণে স্বজন বান্ধবের বিরহদুঃখও আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (পরিক্রমণ)। অহো! কার যেন পদশব্দ শ্রুতিগোচর হলো না! (চিন্তা করিয়া) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান কত্যে পাচ্চি না; যা হোক, আমার রণ-সজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত। (অসি চর্ম্ম গ্রহণ) বোধ হয়, এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হবে। উঃ! এর পদভরে পৃথিবী যেন কম্পমানা হচ্চেন।

(বকাসুরের প্রবেশ।)

(প্রকাশে) কস্ত্বং?

বক। দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তাঁরই অনুচর।

দৈত্য। (সচকিতে) ও! মহাশয়? আসতে আজ্ঞা হউক। নমস্কার।

বক। নমস্কার। তবে দৈত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি?

দৈত্য। এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দৈত্যপুরীর কুশল বার্ত্তায় চরিতার্থ করুন।

বক। ভাই হে, তার আর বল্‌বো কি, অদ্য দৈত্যকুলের এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম।

দৈত্য। কেন কেন, মহাশয়?

বক। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হয়ে দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উদ্যত হয়ে ছিলেন।

দৈত্য। কি সর্ব্বনাশ! একি অদ্ভুত ব্যাপার, এর কারণ কি?

বক। ভাই, স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্রেই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজ-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত কলহ করে্যে, তাঁকে এক অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতা-শনের ন্যায় একবারে জ্বলে উঠ্লেন! আঃ! সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই নাই, সে কেবল দেব দেব মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সৌভাগ্য।

দৈত্য। আজ্ঞে তার সন্দেহ কি! কিন্তু গুরুকন্যা দেবযানী রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হও-য়াও ত অতি অসম্ভব।

বক। হাঁ তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই উভয়েই নবযৌবন-মদে উন্মত্তা।

দৈত্য। তার পর কি হল্যো মহাশয়?

বক। তার পর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে, রাজসভায় গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্যেন, রাজন্! অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, আমি এই অবধি এস্থান পরিত্যাগ কল্যেম, এ পাপনগরীতে আমার আর অবস্থিতি করা কখনই হবে না। এই বাক্যে সভাসদ্ সকলের মস্তকে যেন বজ্রপাত হল্যো, আর সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রৈল।

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তব করে বল্যেন, গুরো! আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সবংশে নিধন কত্যে উদ্যত হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীত-দাস, আর আপনার প্রসাদেই আমার সকল সম্পত্তি! তাতে মহর্ষি বল্যেন, সে কি মহারাজ? তুমি দৈত্যকুলপতি, আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে?

রাজা তাতে আরো কাতর হয়ে, মহর্ষির পদতলে পতিত হল্যেন, আর বল্‌তে লাগ্‌লেন, গুরো, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন।

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্যেন?

বক। রাজার নম্রতা দেখে মহর্ষি ভূতল হতে তাঁকে উত্থিত কল্যেন, আর আপনার কন্যার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত করিয়ে বল্যেন, রাজন্‌! দেবযানী আমার একমাত্র কন্যা, আমার জীবনাপেক্ষাও স্নেহপাত্রী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ করাই উচিত। রাজা এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে, করযোড় করে এই উত্তর দিলেন, প্রভো! আমি এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানিনে, তা আপনি সে পাপশীলা শর্ম্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ড বিধান কর্যে ক্রোধ সম্বরণ করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন কি?

দৈত্য। ভগবান্‌ ভার্গব তাতে কি বল্যেন?

বক। তিনি বল্যেন, এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা।

দৈত্য। উঃ! কি সর্ব্বনাশের কথা!

বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীবন্মৃত্যের ন্যায় হল্যেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে রাজাকে পুনর্ব্বার বল্‌ল্যেন, রাজন্‌! তুমি যদি আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল আমি এই মুহূর্ত্তেই এস্থান হত্যে প্রস্থান করি। মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত দেখ্যে মন্ত্রিবর কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন করে বল্‌ল্যেন, মহারাজ! আপনি কি একটি কন্যার জন্যে সবংশে নির্ব্বংশ হবেন্‌? দেখুন্‌ দেখি, যদি কোন বণিক সুবর্ণ, রৌপ্য, ও

নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটাদ্বারা আকাশ-মণ্ডল আবৃত হয়্যে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে সে সময়ে সে সমুদায় মহা-মূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না ?

দৈত্য। তার পর মহাশয় ?

বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিবরের এই হিতকর বাক্য শুনে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করে রাজকুমারীকে অগত্যায় সভায় আনয়ন করতে অনুমতি দিলেন; পরে রাজদুহিতা সভায় উপস্থিতা হল্যে, মহারাজ অশ্রুপূর্ণলোচনে ও গদ্গদবচনে তাঁকে সমুদয় অবগত করালেন আর বল্লেন, "বৎসে! অদ্য তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ। যদি তুমি মহর্ষির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন কত্যে স্বীকার না কর, তবে আমার এরাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হবে, এবং আমিও চিরবিরোধি দুর্দ্দান্ত দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়ে নানা ক্লেশে পতিত হব।"

দৈত্য। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!—রাজকুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন ?

বক। ভাই হে! রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে কর্লে পাষাণহৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হল্যোন্, তখন তাঁর মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন ছিল; কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় একবারে মলিন হয়্যে গেল! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা হতদৈব! এমন সুন্দরীর অদৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা সভা হত্যে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা হয়ে প্রস্থান কর্ল্যে পর, মহারাজ যে কত-প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ কর্ত্তে আরম্ভ কর্লেন, তা স্মরণ হল্যে অধৈর্য্য হত্যে হয়! (দীর্ঘনিশ্বাস)।

দৈত্য। আহা, কি দুঃখের বিষয়! তবে কি না বিধাতার

নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন কর্‌তে পারে? হে ধনুর্দ্ধারিন্‌! এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাগ্নি ত নির্ব্বাণ হয়েছে?

বক। আর না হবে কেন?

দৈত্য। তবে আপনি যে বলেছিলেন অদ্য দৈত্যকুলের পুনর্জ্জন্ম হল্যো তা কিছু মিথ্যা নয়। (চিন্তা করিয়া) হে অসুর-শ্রেষ্ঠ! যখন মহর্ষির সহিত মহারাজের মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি ঐ দুর্দ্দান্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হত্যো, তা হল্যে যে তারা কি পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট হত্যো, তা অনুমান করা যায় না।

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই জান্‌তে এসেছি যে দেবতারা এ কথার কিছু অনুসন্ধান পেয়েছে কি না। তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই?

দৈত্য। মহাশয়! দেবদূতেরা পরম মায়াবী, এবং তাদের গতি মনোরথ আর সৌদামিনী অপেক্ষাও বেগবতী; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয়।

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, ঐ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে। বোধ করি, অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান্‌ ভার্গ-বের বিবাদের কোন সূচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হল্যে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়্যে নগর হত্যে নির্গত হত্যো।

দৈত্য। মহাশয়! আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাত্যা-রম্ভের পূর্ব্বে সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন?—যা হউক, সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন?

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুকন্যা দেব-যানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্যেন। ভাই হে! সেই সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একবারে অন্ধ-কারময়ী হয়ে রয়েছে! রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ কর্‌ল্যে

বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়, এবং মহারাজের যে কি পর্য্যন্ত মনোদুঃখ, তা স্মরণ হল্যে ইচ্ছা হয় না যে দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি। (নেপথ্যে রণবাদ্য, শঙ্খনাদ, ও হুহুঙ্কার ধ্বনি)।

দৈত্য। মহাশয়! ঐ শ্রবণ করুন,—শতবজ্র শব্দের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হচ্যে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ!

বক। দুষ্ট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্যত হল্যো না কি?

(নেপথ্যে) দৈত্যকুল সংহার কর! দৈত্যদেশ সংহার কর!

দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্ত সমুদ্র ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক তীর অতিক্রম কর্চ্যে?

বক। ওহে বীরবর! এস্থলে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; দুষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাচ্যে। চল, ত্বরায় দৈত্যরাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। ঐ দুষ্ট দেবগণের শঙ্খধ্বনি শুন্‌লে আমার সর্ব্ব শরীরের শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৈত্য দেশ—গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম।

শর্ম্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ।

দেবি। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) সূর্য্যদেব ত প্রায় অস্তগত হল্যেন। এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে চারি দিক হত্যে আপন আপন বাসায় ফিরে আসচ্যে; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখ্যে বিষাদে

মুদিতপ্রায়; চক্রবাক্ ও চক্রবাক্‌বধূ, আপনাদের বিরহসময় সন্নিহিত দেখ্যে, বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কর্চ্যে; মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আহুতিপ্রদানের উদ্যোগে ব্যস্ত; দুগ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভী সকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্যে। (আকাশমণ্ডলের প্রতি পুনর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখনও আস্‌চেন না, কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রিয়সখীর কথা মন্যে উদয় হল্যে, একবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা হতবিধাতঃ! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে্য শর্ম্মিষ্ঠাকে কি যথার্থই দাসী হত্যে হল্যো? আহা! প্রিয়সখীর সে পূর্ব্ব রূপ লাবণ্য কোথায় গেল? তা এতাদৃশী দুরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয়? নির্ম্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পঙ্কিল জলে তাকে নিক্ষেপ কর্‌ল্যে, তার কি আর তাদৃশী শোভা থাকে? (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে আমার প্রিয়সখী আসচ্যেন!

(শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ।)

(প্রকাশে) রাজকুমারি! তোমার এত বিলম্ব হল্যো কেন?

শর্ম্মি। সখি! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধীনা করেছেন, সুতরাং পরবশ জনের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করা কি কখন সম্ভব হয়?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখের কথা মনে হল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা কুসুমসুকুমারি! হা চারুশীলে! তোমার অদৃষ্টে যে এত ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না! (রোদন)।

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখে পাষাণও বিগলিত হয়!

শর্ম্মি। সখি! দুঃখের কথায় অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন দুঃখ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! এর অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? শশধর আকাশমণ্ডল হত্যে ভূতলে পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজদুহিতা হয়ে দাসী হল্যে! হা দুর্দ্দৈব! তোমার কি এ সামান্য বিড়ম্বনা।

শর্ম্মি। সখি! যদিও আমি দাসীত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি রাজভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ! আমার মনে সেই সকল সুখই রয়েছে! এই অশোক বেদিকা আমার মহার্হ সিংহাসন (বেদিকোপরি উপবেশন); এই তরুবর আমার ছত্রধর; ঐ সম্মুখস্থ সরোবরে বিকশিতা কুমুদিনীই আমার প্রিয়সখী! মধুকর ও মধুকরীগণ গুণগুণস্বরে আমারই গুণকীর্ত্তন কর্চ্যে; স্বয়ং সুগন্ধ মলয়মারুত আমার বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কর্চ্যেন্। সখি! এ সকল কি সামান্য বৈভব? আমাকে এত সুখভোগ কর্‌ত্যে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখভোগিনী বল্যে বোধ হয় না?

দেবি। (সস্মিত বচনে) রাজনন্দিনি! একি পরিহাসের সময়?

শর্ম্মি। সখি! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস কর্চ্যি না। দেখ, সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম; অতএব বাহ্যসুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ। আমি পূর্ব্বে যে রূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ; আমার ত কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তবিকার হয় নাই।

দেবি। সখি! তুমি যা বল, কিন্তু হতবিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা? (রোদন)।

শর্ম্মি। হা ধিক্! সখি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে দেবভোগ তুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজন কর্‌ত্যে দি, আর সে যদি তা বিষ সহকারে ভোজন করে্য চিররোগী হয়, তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বল্যে গণ্য হত্যে পারি?

দেবি। সখি, তা ও কি কখন হয়?

শর্ম্মি। তবে তুমি বিধাতাকে আমার জন্যে দোষ দেও কেন? বিধাতার এবিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ বিসম্বাদ না হল্যে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ কর্‌ত্যে হত্যো না। দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ; তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর ঐশ্বর্য্যে ধনপতি; তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি,—আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ-মিশ্রিত কর্য়ে ভক্ষণ করেছি, তায় অন্যের দোষ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে অন্তরাত্মা শীতল হয়! তোমার এতাদৃশী বাক্‌পটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগ্‌-দেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ কর্‌বার আর স্থান পাও নাই? এমত সরলা বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত? (রোদন)।

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা রোদন কর্য়ো না! অরণ্যে রোদনে কি ফল?

দেবি। ভাল, প্রিয়সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল জীবন যাপন কর্‌ব্যে?

শর্ম্মি। সখি! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি কখন স্বেচ্ছানুসারে বিমুক্ত হত্যে পারে? তবে তার বৃথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি? আমি যে রূপ বিপদে বেষ্টিত, এহত্যে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার কর্‌ত্যে সক্ষম! তা, সখি, আমার জন্যে তোমার রোদন করা বৃথা।

দেবি। রাজনন্দিনি, শান্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পদ্মে বসতি কর্চ্যেন, যে তুমি এক কালীন চিত্তবিকারশূন্যা হয়েছ? কি আশ্চর্য্য! প্রিয়সখি! তোমার কথা শুন্‌লে, বোধ হয়, যে তুমি যেন কোন বৃদ্ধা তপস্বিনী, শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আহা! এও কি সামান্য দুঃখের বিষয়! হা হতবিধে! দুর্লভ পারিজাত পুষ্পকে কি নির্জ্জন অরণ্যে

নিক্ষেপ করা উচিত! অমূল্য রত্ন কি সমুদ্রতলে গোপন রাখবার নিমিত্তেই সৃজন করেছ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

শর্ম্মি। প্রিয়সখি! চল, আমরা এখন কুটীরে যাই। ঐ দেখ, চন্দ্রনায়িকা কুমুদিনীর ন্যায় দেবযানী পূর্ণিকার সহিত প্রফুল্ল বদনে এই দিকে আসচ্যেন। তুমি আমাকে সর্ব্বদা "কমলিনী, কমলিনী" বল; তা যদ্যপি আমি কমলিনীই হই, তবে এ সময়ে আমার এস্থলে বিকশিত হওয়া কি উচিত? দেখ দেখি, আমার প্রিয়সখা অনেকক্ষণ হল্যো, অস্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরহে আমাকে নিমীলিত হত্যে হয়। চল, আমরা যাই।

দেবি। রাজকুমারি! ঐ অহংকারিণী ব্রাহ্মণকন্যাকে কি কুমু-দিনী বলা যায়? আমার বিবেচনায়, তুমি শশধর আর ও দুষ্ট রাহু। আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই তা হল্যে ঐ দুষ্টা স্ত্রীকে এই মুহূর্ত্তেই দুই খণ্ড করি।

শর্ম্মি। হা ধিক্! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হল্যে! ঐ ব্রাহ্মণ-কন্যার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শনচক্র হত্যে নিস্তার পায়। তা সখি, চল এখন আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ।)

দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি! বসুমতী যেন অদ্য রাত্রে স্বয়ম্বরা হয়েছেন; ঐ দেখ, আকাশমণ্ডলে ইন্দু এবং গ্রহনক্ষত্রগণ প্রভৃতির কি এক অপূর্ব্ব এবং রমণীয় সভা হয়েছে! আহা! রোহিণীপতির কি অনুপম মনোরম প্রভা। বোধ হয়, ত্রিভুবনমোহনী জলধিদুহিতা কমলার স্বয়ম্বর-কালে, পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সুধাকরও অদ্য নক্ষত্রমধ্যে তদ্রূপ অপরূপ ও অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন! (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) প্রিয়-

সখি! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য! স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুমজাল বিকশিত হয়ে যেন স্বয়ম্বরা বসুন্ধরার অলঙ্কার স্বরূপ হয়ে রয়েছে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।

পূর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি! নিশানাথের এতাদৃশ মনোহারিণী প্রভায় তোমার চিত্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত? দেখ, শর্ম্মিষ্ঠা তোমাকে যে সময় কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তদবধি তোমার তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনঃস্থির নাই,— সততই তুমি অন্যমনস্ক আর মলিন বদনে দিনযামিনী যাপন কর। সখি, এর নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার আর পর নই। বিবেচনা কর্‌ল্যে সখীদের দেহমাত্রই ভিন্ন, কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়।

দেব। প্রিয়সখি! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে; কিন্তু তুমি যদি আমার চিত্ত-চঞ্চলতার কারণ শুন্‌ত্যে উৎসুক হয়ে থাক, তবে বলি, শ্রবণ কর।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! সে কথা শুন্‌ত্যে যে আমার কি পর্য্যন্ত লালসা, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

দেব। শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে কূপে নিক্ষেপ কর্‌লে পর, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলেম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখ্‌ল্যেম, যে চতুর্দ্দিক কেবল অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কর্‌ত্যে আরম্ভ কর্‌ল্যেম। দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়া গমন কর্‌ত্যে ছিলেন, হঠাৎ কূপমধ্যে হাহাকার আর্ত্তনাদ শুন্যে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌ল্যেন, "তুমি কে? আর কি জন্যেই বা কূপের ভিতর রোদন কর্চ্যো?" প্রিয়সখি! তৎকালে তাঁর এরূপ মধুরবাক্য শুন্যে, আমার বোধ হল্যো, যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কে, আমি কিছুই নির্ণয় কর্‌তে পার্‌ল্যেম না, কেবল ক্রন্দন কর্‌তে২ মুক্তকণ্ঠে এইমাত্র বল্‌ল্যেম, "মহাশয়! আপনি দেবই হউন, বা মানবই হউন, আমাকে এই

বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।" এই কথা শুনিবা মাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন কর্‌ল্যেন। আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে একবারে বিমোহিতা হল্যেম্। সখি! বল্‌ল্যে প্রত্যয় কর্‌বে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।

পূর্ণি। কি আশ্চর্য্য! তার পর, তার পর?

দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে্য এই কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "হে ললনে! তুমি দেবী কি মানবী? কার অভিশাপে তোমার এদুর্দ্দশা ঘট্যেছিল? সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল জন্মেছে, বিবরণ কর্‌ল্যে আমি যৎপরোনাস্তি পরি-তৃপ্ত হই।" তাঁর একথা শুন্যে আমি সবিনয়ে বল্‌ল্যেম "হে মহাভাগ! আমি দেবকন্যা নই—আমার ঋষিকুলে জন্ম—আমি ভগবান্ মহর্ষি ভার্গবের দুহিতা, আমার নাম দেবযানী।" প্রিয়-সখি! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বল্যেন্, "ভদ্রে! আপনি ভগবান্ ভার্গবের দুহিতা? আমি ঋষিবরকে বিলক্ষণ জানি; তিনি এক জন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি; আপনি তাঁকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবেন; আমার নাম যযাতি—আমার চন্দ্রবংশে জন্ম। হে ঋষিতনয়ে! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।" এই কথা বল্যে তিনি সহসা প্রস্থান কর্‌লেন। প্রিয়সখি, যেমন কোন দেবতা, কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, তার অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হলে, সেই ভক্তজন মুহূর্ত্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও মুদ্রিতনয়ন হয়ে, আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখে, এবং বোধ করে, যেন তিনি বারম্বার মধুরভাবে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কর্চ্যেন্, আমিও সেই মহোদয়ের গমনানন্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুখ-সাগরে নিমগ্না ছিল্যেম। আহা! সখি! সেই মোহনমূর্ত্তি

অদ্যাপি আমার হৃদপদ্মে জাগরূক রয়েছে। প্রিয়সখি! সে চন্দ্রানন কি আমি আর এজন্মে দর্শন কর্‌ব্যো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)। সেই অমৃতবর্ষিণী মধুরভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্‌বে? প্রিয়সখি! শর্ম্মিষ্ঠা যখন আমাকে কূপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ কর্‌তে হত্যো না। (রোদন)।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! তুমি কেন এ সমুদয় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে অবগত করাও না?

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তাও কি হয়? একথা ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি ক্ষত্রিয়—আমি হল্যেম ব্রাহ্মণকন্যা।

পূর্ণি। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যক।

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? একথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! ঐ দেখ, ভগবান মহর্ষির নাম গ্রহণ মাত্রেই তিনি এ দিকে আস্‌চেন। এ ও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি একথা ভগবান পিতার নিকট কোন প্রকারেই ব্যক্ত করো্যা না। হে সখি! তুমি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর।

পূর্ণি। সখি! যেমন অন্ধব্যক্তির সুপথে গমন করা দুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদসৎ বিবেচনা তদ্রূপ সুকঠিন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি, তুমি কি একবারে আমার প্রাণনাশ কর্‌ত্যে উদ্যত হয়েছ। কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হুতাশনে আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে?

ভগবান পিতা স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব; এতাদৃশ বাক্য তাঁর কর্ণ-গোচর হল্যে, আর কি নিস্তার আছে?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! আমি তোমার অপকারিণী নই। তা তুমি এস্থান হত্যে প্রস্থান কর; ঐ দেখ, ভগবান মহর্ষি এই দিকেই আগমন কর্চ্যেন্।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবন মরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভুতা; কিন্তু আমি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হত্যে বিদায় হল্যেম।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! এতে চিন্তা কি? আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন কর্‌বো, তার ভয় কি?

দেব। প্রিয়সখি! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। হয় ত জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হল্যো।

[বিষণ্নভাবে দেবযানীর প্রস্থান।

(মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

পূর্ণি। তাত! প্রিয়সখী দেবযানীর মনোগত কথা অদ্য জ্ঞাত হয়েছি, অনুমতি হল্যে নিবেদন করি।

শুক্র। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) বৎসে পূর্ণিকে! কি সংবাদ?

পূর্ণি। ভগবন্! সকলই সুসংবাদ, আপনি যা অনুভব করে-ছিলেন, তাই যথার্থ।

শুক্র। (সহাস্য বদনে) বৎসে! সমাধিনির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব? তবে দুহিতার মনোগত ব্যক্তির নাম কি?

পূর্ণি। ভগবন্! তাঁর নাম যযাতি।

শুক্র। (সহাস্য বদনে) শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত কর্‌বার নিমিত্তেই কৌস্তুভ মণির সৃজন। হে বৎসে! এই রাজর্ষি যযাতি চন্দ্রবংশাবতংস। যদ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তত্রাচ বেদ বিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র। অতএব হে

বৎসে পূর্ণিকে! তুমি তোমার প্রিয়সখী দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান কর। আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি সান্নিধ্যে প্রেরণ কর্‌ব্যো। সুচতুর কপিল একবারে রাজর্ষি চন্দ্রবংশচূড়ামণি যযাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন কর্‌ব্যেন। তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অভীষ্ট সিদ্ধি কর্‌ব্যো। তার চিন্তা কি?

পূর্ণি। ভগবন্! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই।

শুক্র। বৎসে! কল্যাণমস্তু তে।

[পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) আমার চিরকাল এই বাসনা, যে আমি অনুরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি; কিন্তু ইদানীং বিধি আনু-কূল্য প্রকাশ পূর্ব্বক মদীয় মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর্‌ল্যেন। এক্ষণে কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হল্যেম্। সুপাত্রে প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠান পুরী—রাজপথ।

দুইজন নাগরিকের প্রবেশ।

প্রথম। ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয়?

দ্বিতীয়। বিশ্বাস না করেই বা করি কি?—ফলে মহারাজ যে উন্মাদ প্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই।

প্রথ। বলেন্ কি? আহা! মহাশয়, কি আক্ষেপের বিষয়! এতদিনের পর কি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশের কলঙ্ক হল্যো?

দ্বিতী। ভাই, সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা। এমন্ মহাতেজাঃ যশস্বী বংশের কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হত্যে পারে? দেখ, যেমন দুষ্টরাহু এই বংশনিদান নিশানাথকে কিঞ্চিৎকাল মলিন করো্যে পরিশেষে পরাভূত্ হয়, সেইরূপ এ বিপদও অতি ত্বরায় দূর হবে, সন্দেহ নাই।

প্রথ। আহা! পরমেশ্বর কৃপা করো্যে যেন তাই করেন! মহাশয়, আমরা চিরকাল এই বিপুল বংশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর ধ্বংস হল্যে আমরাও একবারে সমূলে বিনষ্ট হবো। দেখুন, বজ্রাঘাতে যদি কোন বিশাল আশ্রয়তরু জ্বল্যে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাদির কি দুরবস্থা না ঘটে!

দ্বিতী। হাঁ, তা যথার্থ বটে; কিন্তু ভাই তুমি এবিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইও না।

প্রথ। মহাশয়, এবিষয়ে ধৈর্য্যধরা কোন মতেই সম্ভবে না;

দেখুন, মহারাজ রাজকার্য্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন্ না; রাজধর্ম্মে তাঁর এককালে ঔদাস্য হয়েছে। মহাশয়, আপনি একজন বহুদর্শী এবং সুবিজ্ঞ মনুষ্য, অতএব বিবেচনা করুন্ দেখি, যদ্যপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন্, তবে কি পৃথিবীতে কোন শস্যাদি জন্মে? আর দেখুন্, যদ্যপি কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হতশ্রদ্ধা করে, তবে কি সে স্ত্রীর পূর্ব্ববৎ রূপ লাবণ্যাদি আর থাকে? রাজ-অবহেলায় রাজলক্ষ্মীও প্রতিদিন সেইরূপ শ্রীভ্রষ্টা হচ্যেন্।

দ্বিতী। ভাই হে, তুমি যা বল্‌ল্যে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এবিষয়ে নিতান্ত বিষণ্ণ হয়্যো না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাক্‌বে, তাই তাঁর চিত্ত সততই চঞ্চল। যাহউক, নরপতির এ চিত্তবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। দেখ, সুরাপায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মত্তভাবে থাকে না। আমাদের নরবর অধুনা আসক্তিরূপ সুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্রথ। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে। আহা! নরপতি যে এরূপ অবস্থায় কালযাপন কর্‌ব্যেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর!

দ্বিতী। (সহাস্য বদনে) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি। দেখ, এই বিপুলা পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান; তিনি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক মৃগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্য্যটন কর্চ্যেন; অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি এমত জিতেন্দ্রিয় আছে, যে তাঁর শরপথ অতিক্রম কর্‌ত্যে পারে? দৈত্যদেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোহনগুণে নিপুণ; সুতরাং, নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ কর‍্যেছিলেন, বোধ করি, সে সময়ে কোন সুরূপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল

করেয়েছে। যাহউক, যদিও মহারাজ কোন বনকুসুমের আঘ্রাণে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্যানের সুরভি-পুষ্পের মাধুর্য্যে যে ক্রমশঃ তাঁর সে লোভসম্বরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই। তুমি কি জান না ভাই, যে ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্রেই নিরস্ত হয়, আর বিষই বিষের পরমৌষধ !

প্রথ। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ। ফলতঃ, এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হল্যেই আমাদের পরম লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেশখ্যা; আমি শুনেছি, যে লোকেরা ঔষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণি-সমূহের প্রাণনাশ কত্যেপারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন দুর্দ্দান্ত দানব, দেবমিত্র বল্যে মহারাজকে সেইরূপ না করে্য থাকে।

দ্বিতী। ভাই, ঔষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষস্বরূপ ঔষধে আর মধুরভাষারূপ মন্ত্রে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়, এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস্য বটে ? (দৃষ্টিপাত করিয়া) এ ব্যক্তিটে কে হে ?

(কপিলের দূরে প্রবেশ)

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপস্বী, দুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি মহারাজের শরণাপন্ন হত্যে আসচেন্।

দ্বিতী। কি কোন মহর্ষির শিষ্যই বা হবেন্।

কপিল। (স্বগত) মহর্ষি গুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অদ্য উপস্থিত হল্যেম্। আঃ, কত দুস্তর নদ, নদী, ও কান্তার অরণ্য প্রভৃতি যে অতিক্রম করে্যছি, তার আর পরিসীমা নাই। অধুনা মহর্ষিও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী তীরে ভগবান্ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস কর্চ্যেন। মহারাজ যযাতি সে আশ্রমে গমন কর্ল্যে, তপোধন তাঁকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান করবে্যন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে আগমন

হয়েছে। আহা! নরাধিপের কি অতুল ঐশ্বর্য্য! স্থানে স্থানে কত শত প্রহরীগণ গজবাজি আরোহণ পূর্ব্বক করতলে করাল করবাল ধারণ করে্য রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড হেষারব কর্চ্যে; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ বৃংহিতনিনাদ শ্রুতিগোচর হচ্যে; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া সম্পাদনে জনগণ অনুরক্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ সুখাদ্য ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ। নানাস্থানে সুরম্য অট্টালিকাসন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্যে, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় আমাদের মনোবৃত্তির যে কতদূর পরিবর্ত্ত হয়, তা অনুমান করা যায় না। কি আশ্চর্য্য! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য, কোন্‌টি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা সুকঠিন! যাহাহউক, অদ্য পথপরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জ্জন স্থান পেলে, সেখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বো। (নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া) এইত দুইজন অতি ভদ্রসন্তানের মত দেখ্‌ছি; এদের নিকট জিজ্ঞাসা কর্‌ল্যে, বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেত্যে পার্‌বো। (প্রকাশে) ও হে পৌরজনগণ, তোমাদের এ নগরীতে অতিথিশালা কোথায়?

প্রথ। মহাশয়, আপনি কে? এ নগরে কার অন্বেষণ করেন?

কপিল। আমি দৈত্যকুলগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। এই প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজচক্রবর্ত্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্ম্মের উপলক্ষে এসেছি।

প্রথ। ভগবন্‌, তবে আপনার অতিথিশালায় যাবার প্রয়োজন কি? ঐ রাজনিকেতন। আপনি ওখানে পদার্পণ করবা-

মাত্রেই যথোচিত সমাদৃত ও পূজিত হবেন, এবং মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ হত্যে পারবে।

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি।

[প্রস্থান।

প্রথ। এ আবার কি মহাশয়? দৈত্যগুরু যে মহারাজের নিকট দূত পাঠিয়েছেন? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক্। দেখিগে, ব্যাপারটাই বা কি।

দ্বিতী। চল না, হানি কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠান পুরী—রাজপুরীস্থ নির্জন গৃহ।

রাজা যযাতি আসীন, নিকটে বিদূষক।

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) মহারাজ! আপনি হিমাচলের ন্যায় নিস্তব্ধ আর গতিহীন হল্যেন নাকি?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মাধব্য, সুরপতি যদ্যপি বজ্রদ্বারা হিমাচলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহীন হয়।

বিদূ। মহারাজ! কোন্ রোগ স্বরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদৃশী দুরবস্থার কারণ, তা আপনি আমাকে স্পষ্ট কর্যেই বলুন না।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি কি ধন্বন্তরী? তোমাকে আমার রোগের কথা বল্যে কি উপকার হবে?

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে রাজচক্রবর্ত্তিন্, আপনি কি শ্রুত নন্, যে মৃগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মূষিক দ্বারাও উপকৃত হত্যে পারেন।

রাজা। (সহাস্যবদনে) ভাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার ন্যায় মূষিকেরদন্তে কথনই ছিন্ন হত্যে পারে না।

বিদূ। মহারাজ! আপনি এখন্ হাস্য পরিহাস পরিত্যাগ করুন্, এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে্য বলুন্; আপনি এ প্রকার অস্থির ও অনন্যমনাঃ হল্যে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে বাস কর্বেন?

রাজা। না কল্যেনই বা।

বিদূ। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্ব্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে আনা উচিত? কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে্য তপস্যাধর্ম্ম অবলম্বন কর্তে ইচ্ছা করেন?

রাজা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন্; সখে, আমার কি তেমন অদৃষ্ট?

বিদূ। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হত্যে চান্ না কি?

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগত্রয়ের অধীশ্বর হত্যেম, আর ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অতিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণও হত্যে পার্‌তেম, তবে আর তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি?

বিদূ। উঃ। আজ্ যে আপনার গাঢ় ভক্তি দেখ্‌তে পাচ্চি! লোকে বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে্য এত দ্বিজভক্ত হয়েছেন, এত সামান্য চমৎকারের বিষয় নয়! বয়স্য, আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত গোবিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি, মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনাম্নী কামধেনু আছে, না আপনি তার দেবযানী নাম্নী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত হয়েছেন? বয়স্য! বলুন্ দেখি, শুক্রকন্যা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন না কি?

রাজা। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এজন্মে দর্শন কর্‌বো! আহা! ঋষিতনয়ার কি অপরূপ রূপ লাবণ্য!

(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জ্জন বন এবং সেই কূপতট হতো আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কূপের অন্ধকার কি আর সে চন্দ্রের আভায় দূরীকৃত হবে?

বিদূ। (স্বগত) হরিবোল হরি! সব প্রতুল হয়েছে! সেই ঋষি কন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্চি। যা হউক্, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে, কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর ঔষধ কি আছে? (প্রকাশে) কেমন, মহারাজ, আপনি কি আজ্ঞা করেন্?

রাজা। সখে মাধব্য, তুমি কি বল্‌ছিলে?

বিদূ। বল্‌বো আর কি? মহারাজ! আপনি প্রলাপ বকছেন তাই শুন্‌ছি।

রাজা। কেন, ভাই, প্রলাপ কেন? তুমিই বল দেখি, বিধাতার একি অদ্ভুত লীলা! দেখ, যে মহামূল্য মাণিক্য রাজ-চক্রবর্ত্তির মুকুটের উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)।

সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জন কাননে;
গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া;
হায়, বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া?

বিদূ। ও কি মহারাজ? যে রূপ ভাবোদয় দেখ্‌ছি, আপ-নার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন না কি? (উচ্চহাস্য)।

রাজা। কি হে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাগ্‌দেবীর কৃপাদৃষ্টি হলো দোষ কি?

বিদূ। (সহাস্য বদনে) এমন কিছু নয়; তবে তা হল্যে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হোন্, রাজদণ্ড পরিত্যাগ কর্য্যে বীণা গ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন? কেন?

বিদূ। বয়স্য, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নীপ্রণয় কি সম্ভব?

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান কর্য্যো না, তারা প্রকৃতিস্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র।

বিদূ। (সহাস্য বদনে) মহারাজ! এ কথা কবিভায়ারাই বলেন। আমার বিবেচনায়, তাঁরা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে! তবে তুমিওত এক জন মহাকবি, কেন না সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুত্র।

বিদূ। বয়স্য! আপনি যা বলেন্। সে যা হউক্, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ভার্গবদুহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন্ দেখি?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, তাঁর সহিত দৈবযোগে এক নির্জ্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদূ। কি আশ্চর্য্য! তা মহারাজ, আপনি এমত অমূল্য রত্ন নির্জ্জন স্থানে পেয়ে কি কল্যেন?

রাজা। আর কি কর্‌বো, ভাই! তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি আস্তেব্যস্তে সেখানথেকে প্রস্থান কল্যেম।

বিদূ। (সহাস্য বদনে) সে কি মহারাজ! বিকশিত কমল দেখ্যে কি মধুকর কখন বিমুখ হয়?

রাজা। সখে, সত্য বটে! কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হত্যে সর্পমণির কান্তি দেখ্যে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্ত্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন

করে, আমিও সে নবযৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষিতনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেম।

বিদূ। মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার উত্তমই করেছেন।

রাজা। না ভাই, কেমন করো আর উত্তম করেছি? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেম, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা দুষ্কর হয়েছে! (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে! এ যাতনা আমার আর সহ্য হয় না! আগ্নেয় গিরি কি হুতাশনকে চিরকাল অভ্যন্তরে রাখ্‌তো পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস)।

বিদূ। মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই হতাশ হ-ব্যেন না।

রাজা। সখে মাধব্য! মরুভূমে তৃষ্ণাতুর মৃগবর, মায়াবিনী মরীচিকাকে দুর থেকে দর্শন করো, বারিলোভে ধাবমান হল্যো, জীবন-উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশা ঘটতে পারে। ঋষিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাস্বরূপ, যেহেতুক তাঁর ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা! হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি এমন পরম রমণীয় বস্তুকে আমার প্রতি দুঃখকর কল্যে! কেবল আমাকে যাতনা দিবার জন্যেই কি এ পদ্ম আমার পক্ষে সকন্টক মৃণালের উপর রেখেছ!

বিদূ। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হব্যেন না। বয়স্য! বুদ্ধি থাক্‌ল্যে সকল কর্ম্মই কৌশলে সুসিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন সদুপায় করো দিচ্চি যাতে এখনই আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তবে আর বিলম্ব কেন? এস, তোমার এ উপায়ের দ্বার মুক্ত কর।

বিদু। যে আজ্ঞা, মহারাজ। আমি আগত প্রায়।

[প্রস্থান।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিল্যেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি একথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেননা, দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে বিধাতার শিল্প নৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে। (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতপ্ত হল্যে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন্, আমিও কি অদ্য সেইরূপ হল্যেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে বল্যে, কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? (দীর্ঘনিশ্বাস)। কি আশ্চর্য্য! আমি কি মৃগয়া কর্ত্যে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলেম! (উপবেশন)। তা আমার এমন চঞ্চল হওয়ায় কি লাভ? (সচকিতে) এ আবার কি?

(এক জন নটী সহিত বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ)।

বিদু। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কামসরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী।

নটী। মহারাজের জয় হউক! (প্রণাম)।

রাজা। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক। (বিদূষকের প্রতি) সখে, এ সুন্দরী কে?

বিদু। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্ব্বশী; ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে্য আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন্।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি যে একবারে রসিক চূড়ামণি হয়ে উঠ্‌লে!

বিদূ। (কৃতাঞ্জলি পুটে) বয়স্য! না হয়ে করি কি? দেখুন, মলয় গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনারই অনুচর; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য্য কি?

রাজা। সে যা হোক্, এ সুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য! আপনি সেই ঋষিকন্যাকে দেখ্যে ভেবেছেন যে তার তুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এঁর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি!

রাজা। (জনান্তিকে) সখে, অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখন মধুতে তৃপ্তি জন্মে?

বিদূ। (জনান্তিকে) তা বটে, মহারাজ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে বল্যে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে্য? বয়স্য! আপনি একবার এঁর একটি গান শুনুন। (নটীর প্রতি) অয়ি মৃগাক্ষি, তুমি একটি গান করে্য মহারাজের চিত্ত বিনোদ কর।

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্ত্তিনী (উপবেশন)।

গীত।

(রাগিণী বাহার, তাল জলদ্ তেতালা।)

উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত।
মোদিত দশদিশ পুষ্পগণে,—
আর বহিছে সমীর সুশান্ত॥

পিককুল কুজিত, ভৃঙ্গ বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত।
যত বিরহিণীগণ, মন্মথ তাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত॥

রাজা। আহা! কি মধুরস্বর! সুন্দরি! তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হল্যো, তা বল্‌তে পারি না!

(নেপথ্যে সরোষে) রে দুরাচার, পাষণ্ড দ্বারপাল! তুই কি মাদৃশ ব্যক্তিকে দ্বারুদ্ধ কত্যে ইচ্ছা করিস্?

রাজা। এ কি? বহির্দ্বারে দাম্ভিকের ন্যায় অতি প্রগল্‌ভতার সহিত কে একজন কথা কচ্যে হে?

বিদূ। বোধ করি, কোন তপস্বী হবে, তা না হলে আর এমন সুস্বর কার আছে!

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেয়্যছেন; অনুমতি হল্যে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে) সে কি! মুনিবর কোথায়? আমাকে শীঘ্র তাঁর নিকটে লয়্যে চল।

[রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান।

নটী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়, মহারাজ এত চঞ্চল হল্যেন কেন?

বিদূ। হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখ্‌ল্যে, কার মন-অলি না অধীর হয়?

নটী। বাঃ ঠাকুরের কি সুক্ষ্মবুদ্ধি গা! অলি কি বিকশিতা মধুমালতীর আঘ্রাণে পলায়ন করে? চল, দেখি গে মহারাজ কোথায় গেলেন্।

বিদু। হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ! তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধারণ) আহা, তোমার অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে৷ রেখেছেন! হে মনোমোহিনি, তুমি একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর।

নটী। (স্বগত) এমা, বামুন বেটা ত কম ষাঁড় নয়। (প্রকাশে) দূর হতভাগা!

[বেগে পলায়ন।

বিদু। এঃ! এ দুশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্থই চিনেছে, রসিকতা দেখে না! যাই, দেখিগে, বেটি কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠান পুরী—রাজতোরণ।

কতিপয় নাগরিক দণ্ডায়মান।

প্রথ আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

.বক্তা। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচ্চে৷। ভাই হে, সর্ব্বচোর কাল সময় পেয়ে৷ আমার দৃষ্টিপ্রসর প্রায়ই অপহরণ করে৷ছে!

প্রথ। মহাশয়, ঐ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজ-পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্যে। অহো!—এ কি মেঘাবলী, না পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধ্যভাগে নানাসজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচ্যে! মহাশয়, একবার রথ সঞ্চার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন, শত শত পতাকাশ্রেণী আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হচ্যে। কি চমৎকার! পদাতিক দলের বর্ম্ম সূর্য্য-কিরণে মিশ্রিত হয়ে যেন বহ্নি উদগীরণ কচ্যে! আবার দেখুন, পশ্চাদ্ভাগে নট নটীরা নানাযন্ত্র সহকারে কি মধুরস্বরে সঙ্গীত কর্চ্যে। (নেপথ্যে মঙ্গল বাদ্য)। ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। আহা! মহারাজের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! বোধ হচ্যে, যেন অদ্য স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসি জনগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করো কমলার স্বয়ম্বরে গমন কর্চ্যেন।

দ্বিতী। ভাই হে, নহুষপুত্র যযাতি রূপ গুণে পুরুষোত্তমই বটেন! আর শ্রুত আছি, যে শুক্রকন্যা দেবযানীও কমলার ন্যায় রূপবতী। এখন পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলা পরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ষি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এরাজ্য সেই রূপ অবিকল সুখ সম্পত্তি লাভ করে!

তৃতী। মহাশয়, মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্য দেশেই সম্পন্ন হবে?

দ্বিতী। না, দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকন্যা সহিত গোদাবরীতীরে পর্ব্বতমুনির আশ্রমে অবস্থিতি কর্চ্যেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হবে।

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আহ্লাদের বিষয়, কেননা, এই

চন্দ্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেবমিত্র, অতএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ কর্ল্যে বিবাদ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতী। বোধ হয়, ঋষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করো পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কন্যাসহিত আগমন করেয়ছেন। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে হে? রাজমন্ত্রী নয়?

তৃতী। আজ্ঞা হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) অদ্য অনন্তদেব ত আমার স্কন্ধেই ধরাভার অর্পণ করো প্রস্থান কল্যেন।

প্রথ। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্ত্রিবর, মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ কল্যেন?

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা সুকঠিন। শ্রুত আছি, যে গোদাবরী তীরস্থ প্রদেশ সকল পরম রমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একেত মৃগয়াসক্ত, তাতে নূতন পরিণয় হল্যে মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্চিৎ কাল সহবাস ও নানাতীর্থ পর্য্যটন না করো, বোধ হয়, স্বদেশে প্রত্যাগমন করব্যেন না।

দ্বিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেয়ছেন, তখন রাজকার্য্যে ও নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন।

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ! আমি শক্ত্যনুসারে প্রজা-পালনে কখনও ত্রুটি কর্‌বো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উদিত না হল্যে কি

আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয়, ? কুমার ব্যতি-রেকে দেবসৈন্যের পরিচালনা কর্ত্তে আর কে সমর্থ হয় ?

দ্বিতী। তা বটে, কিন্তু আপনিও বুদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অতএব আমাদের মহীন্দ্রের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। (কর্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব্দ শ্রুতি-গোচর হচ্যে না ? বোধ করি, মহারাজ অনেক দূর গমন করেছেন ! আমাদের আর এস্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন ? চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি।

মন্ত্রী। হাঁ, তবে চলুন্।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠান পুরী—রাজনিকেতনসম্মুখে

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ যে মুনির আশ্রম হত্যে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম সৌভাগ্য আর আহ্লাদের বিষয়। যেমন রজনী অবসন্না হল্যে, সূর্য্যদেবের পুনঃ প্রকাশে জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফুল্লচিত্তা হন, রাজবিরহে কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অদ্য সেইরূপ হয়েছে। (নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য) পুরবাসিরা অদ্য অপার আনন্দার্ণবে মগ্ন হয়েছে। অদ্য যেন কোন দেবোৎসবই হচ্যে! আর না হবেই বা কেন? নহুষপুত্র যযাতি এই বিশালচন্দ্রবংশের চূড়ামণি; আর ঋষিবর-দুহিতা দেবযানীও রূপগুণে অনুপমা; অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! রাজমহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা স্ত্রী, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই; আর আমাদের মহারাজও বেদবিদ্যাবলে নিরুপম! অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত; নচেৎ অমৃত কি কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য হয়ে থাকে? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয়? রাজহংসী বিকশিত কমলকাননেই গমন করে্য থাকে। মহারাজ প্রায় সার্দ্ধেক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন করে্য এতদিনে

স্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্যেন্!—যন্থুনামে নৃপবরের যে একটি নবকুমার জন্মেছেন, তিনিও সর্ব্বসুলক্ষণধারী। আহা! যেন সুচারু শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল কর্‌বার জন্যে বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যে কৃপাময় পরমেশ্বর পিতার ন্যায় পুত্রকেও যেন চন্দ্রবংশ-শেখর করেন! আঃ, মহারাজ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়্যে আমার মস্তক হত্যে যেন বসুন্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজভবনের উৎসব প্রকরণ সমাধা করি গে।

[প্রস্থান।

(মিষ্টান্ন হস্তে বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরণ করা যেন পাপকর্ম্মই হল্যো, তার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু, চোরের ধন চুরি কর্‌ল্যে যে পাপ হয়, এ কথা ত কোন শাস্ত্রেই নাই! এই উত্তম সুখাদ্য মিষ্টান্ন গুলি ভাণ্ডারি বেটা রাজভোগ হত্যে চুরি কর্য়ো এক নির্জ্জন স্থানে গোপন কর্য়ো রেখেছিল; আমি চোরের উপর বাট্‌পাড়ি করেছি! উঃ, আমার কি বুদ্ধি! আমি কি পাপকর্ম্ম করেছি? যদি পাপকর্ম্মই কর্য়ো থাকি, তবে যা হৌক, এতে উচিত প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই ত খণ্ডন হত্যো পারে। একজন দরিদ্র সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান কর্য়ো, তাঁকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপধ্বংস হবে। আহা! ব্রাহ্মণভোজন পরমধর্ম্ম। (আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে দ্বিজবর! এ স্থলে আগমন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। এই যে এলেম্। হে দাতঃ, কি মিষ্টান্ন দেবে, দাও দেখি? তবে বস্‌তে আজ্ঞা হউক। (স্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন্ (স্বয়ং ভোজন) ওহে ভক্তবৎসল! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট কর্‌লে।

(স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া) তুমি কি বর প্রার্থনা কর? হে দ্বিজবর! যদি এই মিষ্টান্ন চুরির বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ দূর হয়। তথাস্তু! এই ত নিষ্পাপী হল্যেম! ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কি সামান্য পুণ্যের কর্ম্ম! (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য) যা হউক! প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানা দেশ পর্য্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা! তোমার মতন পবিত্রা নদী আর দুটি নাই! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরণাম্বুজে সহস্র সহস্র প্রণিপাত! তোমার নির্ম্মলসলিলে স্নান কর্ল্যে কি ক্ষুধার উদ্রেকই হয়! যাই, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। রাণী বল্ল্যেন, যে একবার তুমি গিয়ে দেখ্যে এসো দেখি, আমার যদু কি কচ্যে? তা দেখ্তে গিয়ে আমার আবার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল। বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শন! মন্দই কি? আপনার উদর তৃপ্তি হল্যো; এখন রাণীর মনঃ তৃপ্তি করি গে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠান পুরী—রাজ শুদ্ধান্ত।

রাজা যযাতি এবং রাজ্ঞী দেবযানী—উভয়ে আসীন।

রাজ্ঞী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে কথা গুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বল্ত্যে পারিনা! কত বার ত আপনার মুখে সে কথা শুনেছি, তথাপি আবার তাই শুন্ত্যে বাসনা হয়! হে জীবিতেশ্বর! আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় কূপ হত্যে উদ্ধার কর্য়ে আমার নিকটে বিদায় হয়ে, কোথায় গেলেন?

রাজা। প্রিয়ে! যেমন কোন মনুষ্য, কোন দেবকন্যাকে

দৈবযোগে অকস্মাৎ দর্শন করে্য ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ তোমার নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ কর্‌লেম্‌, কিন্তু আমার চিত্তচকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কি রূপ ব্যাকুল হল্যো, যিনি অন্তর্যামী ভগবান্‌, তিনিই তা বল্‌তে পারেন। পরে আমি আতপতাপে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উপ-বেশন করল্যেম্‌, এবং চতুর্দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে্য দেখ্‌ল্যেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার! কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হত্যে গাত্রোত্থান করে্য গমনের উপক্রম কচ্যি, এমন সময়ে এক হরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো। স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শরযোজনা কর্‌ল্যেম্‌; কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখ্যে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হল্যো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হল্যেম, যে আমার হস্ত হত্যে শরাসন ভূতলে কখন্‌ যে পতিত হল্যো, তা আমি কিছুই জান্‌ত্যে পাল্যেম না।

রাজ্ঞী। (রাজার হস্ত ধরিয়া এবং অনুরাগ সহকারে) হে প্রাণনাথ! আমার কি শুভাদৃষ্ট!—তার পর!

রাজা। প্রেয়সি! যদি তোমার শুভাদৃষ্ট, তবে আমার কি? প্রিয়ে! তুমি আমার জন্ম সফল করেছো!—তার পর গমন কর্‌ত্যে কর্‌ত্যে এক কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে্য আমার মনে হল্যো, যে তুমিই আমাকে কুহুরবে আহ্বান কচ্যো।

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হত্যে পার্‌ত, তবে সে কোকিলা কুহুরবে কেবল এই মাত্র বল্‌তো, "হে রাজন্‌! আপনি সেই কূপতটে পুনর্গমন করুন্‌, আপনার জন্যে শুক্রকন্যা দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্যে।"

রাজা। প্রিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না; যদি আমি তখন জানতো্যে পাত্যেম্, তবে কি আর এ নগরীতে একাকী প্রত্যাগমন করি? একবারে তোমাকে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আন্‌ত্যেম! আমি যে কি শুভলগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেয়্যেছিলেম, তা কেবল এখনই জান্‌তে পাচ্যি!

(বিদূষকের প্রবেশ।)

কিহে, দ্বিজবর! কি সংবাদ?

বিদু। মহারাজ! শ্রীমান্ নবকুমার রাজকুমারকে একবার দর্শন করে্য এল্যেম। রাজমহিষী চিরজীবিনী হউন্। আহা! কুমারের কি অপরূপ রূপ লাবণ্য! যেন দ্বিতীয় কুমার, কিম্বা তরুণ অরুণতুল্য শোভা! আর না হবেই বা কেন? "পিতা যস্য, পিতা যস্য"—আ হা হা! কবিতা টা বিস্মৃত হল্যেম যে?

রাজা। (সহাস্য বদনে) ক্ষান্ত হও হে, ক্ষান্ত হও! তোমার মত ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাদ্যদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে?

রাজ্ঞী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! আমার যত্নুর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে না কি? (রাজার প্রতি) নাথ, তবে আমি এখন বিদায় হই।

রাজা। প্রিয়ে! তোমার যেমন ইচ্ছা হয়।

[রাজ্ঞীর প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির যে কি স্বভাব তা বল্যে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দৈত্যদেশে মৃগয়া কর্‌ত্যে গিয়ে কি না কর্‌ল্যেন? ক্ষত্রিয়-দুষ্প্রাপ্যা মহর্ষিকন্যাকেও আপনি লাভ করেছেন! আপনাকে ধন্যবাদ। আহা! আপনি দৈত্যদেশ হত্যে কি অপূর্ব্ব অনু-

পম রত্নই এনেছেন। ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে?

রাজা। (সহাস্য মুখে) ভাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার রত্ন অনেক আছে।

বিদূ। মহারাজ, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।

রাজা। তুমি কি মহিষীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ?

বিদূ। আজ্ঞা না।

রাজা। আহা! সখে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপ লাবণ্যের কথা কি বল্‌বো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। সে যে মহিষীর নিতান্ত সহচরী কি সখী, তাও নয়।

বিদূ। কি তবে মহারাজ!

রাজা। তা ভাই, বল্‌তে পারি না, মহিষীকেও জিজ্ঞাসা কর্‌তে শঙ্কা হয়! আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখেছি, তাও নয়। যেমন রাত্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছন্ন হল্যে নিশানাথ মুহূর্ত্তকাল দৃষ্ট হয়্যে পুনরায় মেঘাবৃত হন, সেই সুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েকবার সেই রূপে পতিতা হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও বা তাকে আমার সম্মুখে আস্‌তে নিষেধ করে থাক্‌বেন। আহা! সখে, তার কি রূপমাধুর্য্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন কর্‌ল্যে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রতিসর্ব্বস্ব বল্‌লেও বলা যেত্যে পারে?

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। হায়! হায়! আমার সর্ব্বনাশ হল্যো।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) এ কি! দেখ ত হে? কোন্ ব্যক্তি রাজ-দ্বারে এত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার কচ্চ্যে?

বিদূ। যে আজ্ঞা! আমি——(অর্দ্ধোক্তি)।

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! হায়! হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো!

রাজা। যাও না হে! বিলম্ব কচ্যো কেন? ব্যাপার টা কি? চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

বিদূ। আজ্ঞা না, ভাবছি বলি, দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্য-গুরুর কন্যা বিবাহ করেছেন, সেই ক্রোধে যদি কোন মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে; তা হলে——(অর্দ্ধোক্তি)।

রাজা। আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণি! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই যাই!

বিদূ। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না।

[প্রস্থান।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত) ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধে বৃহস্পতি বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু! (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেব্যে চিন্তে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্চি না। আমরা যখন গোদাবরী তীরস্থ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে কিঞ্চিৎকাল বিহার করি, তখন এক দিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কত্যে২ এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখ্‌লেম্, আপনার করতলে কপোল বিন্যাস কর্যে অশোকবৃক্ষ তলে বসে রয়েছে, বোধ হলো, যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে; আর তার চারিদিকে নানা কুসুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হতে লাগ্‌লো যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্য্যগুণে পরিতুষ্ট হয়ে তার উপর পুষ্পবৃষ্টি কর্য়েছেন, কিম্বা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রতিভ্রমে তাকে পূজা করেছেন? পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই বামা আমার দিকে নয়নপাত কর্য়ে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিনী পবনবেগে পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিতা হলো। পরম্পরায় শুনেছি, যে ঐ

সুন্দরী দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, কিন্তু তার পর আর কোন পরিচয় পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়াও আবশ্যক, কিন্তু ——(অর্দ্ধোক্তি)।

(বিদূষকের একজন ব্রাহ্মণ সহিত পুনঃপ্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমার সর্ব্বনাশ হল্যো।

রাজা। কেন, কেন? বৃত্তান্ত টা কি বলুন দেখি?

ব্রাহ্ম। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ধর্ম্মাবতার! কয়েকজন দুর্দ্দান্ত তস্কর আমার গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কচ্যে! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। (সরোষে) সে কি? এ রাজ্যে এমন নির্ভয় পাষণ্ড লোক কে আছে, যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে? মহাশয়, আপনি ক্রন্দন সম্বরণ করুন, আমি স্বহস্তে এই মুহূর্ত্তেই সেই দুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ড বিধান কর্‌বো। (বিদূষকের প্রতি) সখে মাধব্য, তুমি ত্বরায় আমার ধনুর্ব্বাণ ও অসিচর্ম্ম আন দেখি।

বিদূ। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি?

রাজা। (সক্রোধে) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর?

বিদূ। (সত্রাসে) সেকি, মহারাজ? আমার এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি।

[বেগে প্রস্থান।

রাজা। মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে?

ব্রাহ্ম। হে মহীপতে, তা নিশ্চয় বল্‌তে পারি না। হায়! হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো।

রাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; আর বৃথা আক্ষেপ কর্‌ব্যেন না।

(বিদূষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম্। (অস্ত্র গ্রহণ) এখন চলুন যাই।

[রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) যেমন আহুতি দিলে অগ্নি জ্বলে উঠে, তেমনি শত্রুনামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্নি জ্বলে উঠ্‌লো। চোর বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই। মরবার জন্যেই পিঁপড়ের পাখা ওঠে! এখন এখানে থেকে আর কি কর্‌বো? যাই, নগরপালের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে।

[প্রস্থান।

গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠান পুরী—রাজান্তঃপুর সংক্রান্ত উদ্যান।

(বকাসুর এবং শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ।)

বক। ভদ্রে, এ কথা আমি তোমার মাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি প্রকারে বল্‌বো? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিতা হচ্যেন্, তা বলা দুষ্কর। হে কল্যাণি, তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল নির্ব্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই।

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার অশ্রুজলে যদি সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তবে আমি তা অবশ্যই কর্‌বো; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এজন্মে ফিরে যাব না! (অধোবদনে রোদন।)

বক। ভদ্রে, গুরু মহর্ষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পূজা-বিধিতে পরিতুষ্ট করেয়েছেন; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় পিতৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লঙ্ঘন বা অবহেলা কর্‌বেন না; যদ্যপি তুমি অনুমতি কর, আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ো নৃপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই। হে কল্যাণি, তোমা বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে; আর পুরবাসিরাও রাজদম্পতীর দুঃখে পরম দুঃখিত।

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত কর্‌তে উদ্যত হন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই এস্থলে প্রাণত্যাগ কর্‌বো! (রোদন।)

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্ত্তব্য?

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন, এবং আমার জনকজননীকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে এই কথা বল্‌বেন, তোমাদের হতভাগিনী দুহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও!

বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক জননীকে আমি এ কথা কেমন করেয় বল্‌বো? তুমি তাঁদের একমাত্র কন্যা; তুমি তাঁদের মানসসরোবরের একটি মাত্র পদ্মিনী; তুমিই কেবল তাঁদের হৃদয়া-কাশের পূর্ণশশী।

শর্ম্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সন্তান সন্ততি যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে পরিতপ্ত হয়? শোকানল কখন চিরস্থায়ী নয়।

বক। কল্যাণি, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, যে তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন কর্‌বে না? তোমার পিতামাতাকে কি একে-বারে বিস্মৃত হল্যে? আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হল্যো?

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার পিতামাতা আমার মানসমন্দিরে চিরকাল পূজিত রয়েছেন্। যেমন কোন ব্যক্তি, কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন করে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে্য ভক্তিভাবে সর্ব্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ আমার জনক জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ কর্‌বো; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন ক-র্‌ত্যে আপনি আমাকে আর অনুরোধ কর্‌ব্যেন না।

বক। বৎসে, তবে আমি বিদায় হই।

শর্ম্মি। (নিরুত্তরে রোদন)।

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভদ্রে, এখনও বিবে-চনা করে্য দেখ! রাজসভা অতিদূরবর্ত্তিনী নয়; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতিও পরম দয়ালু ও পরহিতৈষী; তোমার আদ্যোপান্ত সমুদায় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমতি কর্‌ব্যেন, তার কোন সংশয় নাই।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষির ন্যায় যত মুক্ত হত্যে চেষ্টা কর, ততই আরো আবদ্ধ হও! (প্রকাশে) হে মহাভাগ! আপনি ও কথা আর আমাকে বলব্যেন না।

বক। তবে আর অধিক কি বলবো? শুভে, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন্! আমার আর এস্থলে বিলম্ব কর্‌বার কোন প্রয়ো-জন নাই; আমি বিদায় হল্যেম্।

[প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) এ দুস্তর শোকসাগর হত্যে আমাকে আর কে উদ্ধার কর্‌বে? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? তা তোমারই বা দোষ কি! (রোদন)। আমি আপন কর্ম্মদোষে এ ফল ভোগ কচ্চি। গুরুকন্যার সহিত বিবাদ করে্য প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে্য দাসী হল্যেম্; তা দাসী হয়ে্যও ত বরং ভাল ছিল্যেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল

না ; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা ! হা অবোধ অন্তঃ-করণ, তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফল লাভ হবো ? তা তোরই বা দোষ কি ? এমন মূর্ত্তি-মান্ কন্দর্পকে দেখ্যে কে তার বশীভূত না হয়? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী নিমীলিত থাকৃতে পারে? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমার এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন, আর ঔষধ নাই ! আহা ! গুরুকন্যা দেবযানী কি ভাগ্যবতী ! (অধোবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন) ।

(রাজার প্রবেশ ।)

রাজা। (স্বগত) আমি ত এ উদ্যানে বহুকালাবধি আসি নাই। শ্রুত আছি, যে এর চতুষ্পার্শ্বে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। আহা ! স্থানটি কি রমণীয় ! সুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামণ্ডপ কি সুশীতল হয়্যে রয়্যেছে ! চতু-র্দ্দিকে প্রচণ্ড তপনতাপ যেন দেবকোপাগ্নির ন্যায় বসুমতীকে দগ্ধ কর্চ্যে, কিন্তু এপ্রদেশের কি প্রশান্তভাব। বোধ হয়, যেন বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী দুঃসহ প্রভাকরপ্রভাবে একান্ত অধীরা হয়্যে, এখানেই স্নিগ্ধচিত্তে বিরাজ কর্চ্যেন ; এবং তাঁর অনুরোধে আর এই উদ্যানস্থ বিহঙ্গমকুলের কূজনরূপ স্তুতিপাঠেই যেন সূর্য্যদেব আপনার প্রখরতর কিরণজাল এস্থল হত্যে সম্বরণ কর্য্যে-ছেন। আহা ! কি মনোহর স্থান ! কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম কর্য্যে শ্রান্তি দূর করি। (শিলাতলে উপবেশন) দুষ্ট তস্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম কর্য্যেছিল ; কিন্তু আমি অগ্নি-অস্ত্রে তাদের সকলকেই ভস্ম কর্য্যেছি। (নেপথ্যে বীণাধ্বনি) আহাহা ! কি মধুর ধ্বনি ! বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদে কাল যাপন কচ্যে। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হয়্যে শ্রবণ করি দেখি (নিকটে গমন) নেপথ্যে।

গীত।

রাগিণী সোহিনী বাহার,—তাল আড়া।

আমি ভাবি যার ভাবে, সে তো তা ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, একি বিষাদ ঘটনা।
বিষম বিবাদি বিধি, প্রেমনিধি মিলিলোনা।
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা।
খেদে আছি ম্রিয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিল না॥

রাজা। আহা! কি মনোহর সঙ্গীত! মহিষী যে এমন এক-জন সুগায়িকা স্বদেশ হত্যে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জানতেম্ না। (চিন্তা করিয়া) এ কি? আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দন হত্যে লাগলো কেন? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফল লাভ হত্যে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রেই মুক্ত রয়েছে। দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) হা হতভাগিনি! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রণয়পরবশ হয়্যে আবার স্বাধীন হত্যে চাও? তুমি কি জান না, যে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষির চঞ্চল হওয়া বৃথা? হা পিতামাতা! হা বন্ধুবান্ধব! হা জন্মভূমি! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাবো না। (রোদন)।

রাজা। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হল্যো! (শর্ম্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনি কি কোন দেবকন্যা বনবিহার-অভিলাষে স্বর্গহত্যে এ উদ্যানে অবতীর্ণা হয়্যেছেন? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা ক্ষণেক অদৃশ্যভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচ্যেন্? (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)।

শর্ম্মি। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে পরাধীন করে্যে সৃষ্টি করে্যেছেন। দেখ, ঐ যে সুবর্ণবর্ণ লতাটি স্বেচ্ছানুসারে ঐ অশোকবৃক্ষকে বরণ করে্যে আলিঙ্গন কচ্যে, যদ্যপি কেউ ওকে অন্য কোন উদ্যান হত্যে এনে্য এস্থলে রোপণ করে্যে থাকে, তথাপি কি ও জন্মভুমিদর্শনার্থে আপন প্রিয়তম তরুবরকে পরিত্যাগ কত্যে পারে? কিম্বা যদি কেউ ওকে এখান হত্যে স্ববলে লয়ে্য যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে রাজন্, আমিও সেইমত তোমার জন্যে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভুমি সকলই পরিত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের সুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগ করে্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে, আমিও সেইরূপ যযাতি-মূর্ত্তি সার করে্যে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি! (রোদন)।

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য! এ যে সেই দৈত্যরাজ-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা! কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না। (চিন্তা করিয়া সপুলকে) বোধ হয়, এই জন্যেই বুঝি আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দন হত্যেছিল। আহা! অদ্য আমার কি সুপ্রভাত! এমন রমণীরত্ন ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হল্যে যে কত যত্নে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য! (অগ্রসর হইয়া শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি) হে সুন্দরি, রুদ্রের কোপানলে মন্মথ পুনরায় দগ্ধ হয়ে্যছেন না কি, যে তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে্যে একা-কিনী এ উদ্যানে বিলাপ কচ্যো?

শর্ম্মি। (রাজাকে অবলোকন করিয়া লজ্জিত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে একাকী এ উদ্যানে এসেছেন?

রাজা। হে মৃগাক্ষি, তুমি যদি মন্মথমনোহারিণী রতি না হও, তবে তুমি কে, এ উদ্যান অপরূপ রূপ লাবণ্যে উজ্জ্বল কচ্যো?

শর্ম্মি। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী!—হা অন্তঃকরণ! তুমি এত চঞ্চল হল্যে কেন?

রাজা। ভদ্রে, আমি কি অপরাধ করেয়েছি, যে তুমি মধুরভাষে আমার কর্ণকুহরের সুখপ্রদানে একবারে বিরত হল্যে?

শর্ম্মি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে নরেশ্বর, আমি রাজমহিষীর একজন পরিচারিকামাত্র; তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা উচিত হয় না।

রাজা। না, না সুন্দরি, তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী! যাহৌক, যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে, তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্ম্মি। হে নরবর, আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা কর্ব্যেন না।

রাজা। সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গান্ধর্ব্ববিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণিগ্রহণ কর।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তোমার মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে? (প্রকাশে) হে নরনাথ, আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন! আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনামাত্র।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সূর্য্যদেব ও দিঙ্মণ্ডলকে সাক্ষি করেয় এই তোমার পাণিগ্রহণ কর্লেম, (হস্তধারণ) তুমি অদ্যাবধি আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা হল্যে।

শর্ম্মি। (সসম্ভ্রমে) হে নরেশ্বর, আপনি এ কি করেন? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্য কুসুমে কখন স্পৃহা করেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) আর কুমুদিনীরও চন্দ্রস্পর্শে অপ্রফুল্ল থাকাত উচিত নয়! আহা! প্রেয়সি, অদ্য আমার কি শুভদিন! আমি যে দিবস তোমাকে গোদাবরী নদীতটে পর্ব্বতমুনির আশ্রমে দর্শন করেয়েছিলেম, সেই দিন অবধি তোমার এই অপূর্ব্ব মোহনীমূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে! তা দেবতা সুপ্রসন্ন হয়ে এতদিনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ কল্যেন।

(দেবিকার প্রবেশ।)

দেবি। (স্বগত) আহা! বকাসুর মহাশয়ের খেদোক্তি স্মরণ হল্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (চিন্তা করিয়া) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সখীর মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি গুরু-কন্যার সৌভাগ্যে হিংসায় পরিণত হল্যো! (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) এ কি! মহারাজ যযাতি যে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচ্যেন! আহা! দুইজনের একত্রে কি মনোহর শোভাই হয়েছে! যেন কমলিনীনায়ক অবনীতে অবতীর্ণ হয়্যে প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুরভাষে পরিতুষ্ট কচ্যেন!

শর্ম্মি। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল না; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে ভীতা হয়্যে কোন বিশাল পর্ব্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অদ্যাবধি সেইরূপ আপনার শরণাপন্না হল্যো! মহারাজ, আমি এতদিন চিরদুঃখিনী ছিলাম! (রোদন)।

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার অশ্রু উন্মোচন করিতে করিতে) কেন, কেন প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার নয়নযুগল কখন অশ্রুপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন্ নাই?

রাজা। (দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) প্রিয়ে, দেখদেখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

শর্ম্মি। মহারাজ, ইনি আমার প্রিয়সখী, এঁর নাম দেবিকা।

দেবি। মহারাজের জয় হউক।

রাজা। (দেবিকার প্রতি) সুন্দরি, তোমার কল্যাণে আমি সর্ব্বত্রেই বিজয়ী! এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমন্থনে অদ্য এই কমলকাননে কমলাস্বরূপ তোমার সখীরত্ন প্রাপ্ত হল্যেম্।

দেবি। (কর যোড়ে) নরনাথ, এ রত্ন রাজমুকুটেরই যোগ্যাভরণ বটে, আমাদেরও অদ্য নয়ন সফল হল্যো।

শর্ম্মি। (দেবিকার প্রতি) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি?

দেবি। রাজনন্দিনি, বকাস্থর মহাশয় তোমার নিকট বিদায় হয়েও পুনর্ব্বার একবার সাক্ষাৎ কত্যে নিতান্ত ইচ্ছুক; তিনি পূর্ব্বদিকের বৃক্ষবাটিকাতে অপেক্ষা কচ্যেন, তোমার যেমন অনুমতি হয়।

রাজা। কোন্ বকাস্থর?

শর্ম্মি। বকাস্থর মহাশয় একজন প্রধান দৈত্য, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎকারণেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) সে কি? আমি দৈত্যবর বকাস্থর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি, তিনি একজন মহাবীর পুরুষ। তাঁর যথোচিত সমাদর না কল্যে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে; প্রিয়ে, চল, আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাত করি গে!

[সকলের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) এই ত মহিষীর পরিচারিকাদের উদ্যান; তা কৈ, মহারাজ কোথায়? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বল্ল্যে না কি? কি আপদ্! প্রিয় বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুন্ল্যেই একবারে নেচে উঠেন্! ছি! ক্ষত্রজাতির কি দুঃস্বভাব! এঁদের কবিভায়ারা যে নরব্যাঘ্র বলেন্, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হত্যে পারে? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু সুখের শরীর নয়; তবুও আমার যে এ রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্যে, তা বলা দুষ্কর! এই দেখ, আমি যেন হিমাচল শিখর হয়েছি, আমার গা থেক্যে যে কত শত নদ ও নদী নিঃসৃত হয়্যে ভূতলে পড়্ছে, তার সীমা নাই! (মস্তকে হস্ত দিয়া) উঃ! আমি গঙ্গাধর হল্যেম্ না কি? তা না হল্যে আমার মস্তকপ্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচ্যেন্,

এর্ কারণ কি ? যা হোক্, মহারাজ গেল্যেন্ কোথায় ? তিনি যে একাকী দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুরবাসিরা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদাতিকদল লয়্যে তাঁর অন্বেষণে নানাদিকে ভ্রমণ কচ্যে। কি উৎপাত ! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ্ বড়শীতে অনায়াসে গাঁথা যায়, তার জন্যে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত ? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এ ও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে রাণীর পরিচারিকারা বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্যকন্যা। শুনেছি, তারা নাকি পুরুষকে ভেড়া করে রাখে। কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাদের কন্দর্পস্বরূপ মহারাজের রূপ দেখ্যে মুগ্ধ হয়্যে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপই করে্য থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ ! (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ তাও বটে, আমারও ত এমন্ জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত কর্ম্ম নয়। যদিও আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্ত্তিমান মন্মথ নই, তবু আমি যে নিতান্ত কদাকার তাও বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও দেখ্যে আবার কোন মাগী খেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম্ ! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না ! আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে ? ও সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায় ; আমরা পেঠ্ ভর্যে খাব, আর আশীর্ব্বাদ কর্‌বো ; এই ত জানি, তা সাত্ জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখ্‌বো, তবুত ভেড়া হতে স্বীকার হব না—বাপ্ ! (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও কি ? ঐ না—এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ? ও বাবা, কি সর্ব্বনাশ ! (বস্ত্রের দ্বারা মুখাবরণ) মাগী আমার মুখ্‌টা না দেখ্‌তে পেলেই বাঁচি। হে প্রভু অনঙ্গ ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ হত্যে রক্ষা কর ! তা আর্ কি ? এখন দেখ্‌চি, পালাতে পাল্যেই রক্ষা।

[বেগে পলায়ন।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠান পুরী—রাজগৃহ।

রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। বয়স্য! আপনি অদ্য এত বিরসবদন হয়েছেন কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর ভাই! সর্ব্বনাশ হয়েছে! হা বিধাতঃ, এ দুস্তর বিপদার্ণব হত্যে কিসে নিস্তার পাব।

বিদূ। সে কি মহারাজ? ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। আর ভাই বল্‌বো কি? যেমন কোন পোতবণিক্ ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন দিঙ্‌নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায় বিবেচনায় মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করে, আমি সেইরূপ এই অপার বিপদ্‌সাগরে পতিত হয়ে পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসাজ্ঞানে সর্ব্বদা মানসে ধ্যান কর্চি! হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

বিদূ। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য ব্যাপার নয়! ত্রিভুবন-বিখ্যাত, রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন, কারণটাই কি? (প্রকাশে) মহারাজ! ব্যাপার টা কি, বলুন দেখি?

রাজা। কি আর বলবো ভাই! এবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত; এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন।

বিদূ। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই; ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জান্‌তে পাল্যেন?

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হল্যে, লোকের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অদ্য সায়ংকালে অনেক যত্নপূর্ব্বক তাঁর পরিচারিকাদের উদ্যানে ভ্রমণ কর্‌তে আমাকে আহ্বান করেয়েছিলেন; আমিও তাতে অস্বীকার হত্যে পাল্যেম না। সুতরাং আমরা উভয়ে তথায় ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্ত্তী হল্যেম্। ভাই হে! তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হল্যো, তা বলা দুষ্কর।

বিদূ! বয়স্য! তার পর?

রাজা। আমাকে দেখ্যে প্রিয়তমা প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ কর্যে প্রফুল্লবদনে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার নিকটে এল্যো এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখ্যে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো।

বিদূ। কি দুর্ব্বিপাক! তার পর?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখ্যে মৃদুস্বরে বল্‌ল্যেন্, হে বৎসগণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা কর্যো না। এই কথা শুন্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সক্রোধে স্বীয় কোমল বাহু আস্ফালন কর্যে বল্‌ল্যে, আমরা কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও,—তিনি হল্যে আমাদের কত আদর কত্যেন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! বয়স্য, তার পর কি হলো?

রাজা। সে কথার আর বল্‌বো কি? তৎকালে আমার মস্তক কুলালচক্রের ন্যায় একবারে ঘূর্ণায়মান হতে লাগল্যো, আর মনে-মনে চিন্তা কল্যেম, যদি এসময়ে জগন্মাতা বসুন্ধরা দ্বিধা হন,

তা হলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁতে প্রবেশ করি! (দীর্ঘনিশ্বাস)।

বিদূ। বয়স্য! আপনি যে একবারে নিস্তব্ধ হলেন।

রাজা। আর ভাই! করি কি বল! রাজমহিষী তৎকালে আ-মাকে আর প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভৎর্সনা করলেন, তার আর সীমা নাই। অধিক কি বল্‌বো, যদ্যপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাগ্‌দেবীর মুখ হতে বহির্গত হতো, তা হলে আমি তাও সহ্য করতেম না, কিন্তু কি করি? রাজমহিষী ঋষি-কন্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শর্ম্মিষ্ঠার সহিত তাঁর চিরবাদ। (দীর্ঘ-নিশ্বাস)।

বিদূ। বয়স্য! সে যথার্থ বটে; কিন্তু আপনি এবিষয়ে অ-ধিক চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাণ হবে। দেখুন, আকাশমণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

রাজা। সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী।

বিদূ। বয়স্য! যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখন আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখ্‌তে পারে?

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমহিষীর নিমিত্তেই এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি? মৃগীর ভয়ে কি মৃগরাজ ভীত হয়? যে কোমল বাহু পুষ্প শরাসনে গুণযোজনায় ক্লান্ত হয়, এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ ভয় করে?

বিদূ। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি?

রাজা। সখে, যদ্যপি রাণী এসকল বৃত্তান্ত তাঁর পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বির কো-পাগ্নি হত্যে আমাকে কে উদ্ধার করবে? যে হুতাশন প্রজ্বলিত হল্যে স্বয়ং ব্রহ্মাও কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হত্যে আমি দুর্ব্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া) হায়! হায়! শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে আমি কি কুকর্ম্মই করেছি! (চিন্তা করিয়া) হা রে পাষণ্ড নির্ব্বোধ অন্তঃকরণ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন করে৷ নিন্দা করিস, যার সহিত তুই মর্ত্ত্যে স্বর্গভোগ করেছিস্? হা নিষ্ঠুর! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই! আহা, প্রেয়সি! যে ব্যক্তি তোমার নিমিত্তে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে উদ্যত, সেই কি তোমার দুঃখের মূল হলো৷! হা চারুহাসিনি! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! হা প্রিয়ে! হা আমার হৃৎসরোবরের পদ্মিনি!

বিদু। বয়স্য! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? চলুন, আমরা উভয়ে মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতি-পরায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখ্‌লে অবশ্যই ক্রোধ সম্বরণ করবেন।

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কচ্চো, যে মহিষী এপর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন?

বিদু। (সসম্ভ্রমে) সে কি মহারাজ? তবে রাজমহিষী কোথায়?

রাজা। ভাই, তিনি সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বলতে পারে না।

বিদু। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! এ কি সর্ব্বনাশের কথা। যদ্যপি রাজ্ঞী ক্রোধাবেশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন?

রাজা। আর কি করবো? আমি জ্ঞানশূন্য ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, ভাই!

বিদু। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিত। চলুন, চলুন, অতি ত্বরায় পবনবেগশালি অশ্বারূঢ়গণকে মহিষীর অন্বেষণে পাঠান যাক্‌ গে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠান পুরীনিকটস্থ যমুনা নদীতীরে অতিথিশালা।

শুক্রাচার্য্য ও কপিলের প্রবেশ।

শুক্র। আহা কি রম্যস্থান! ভো কপিল! ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ, পরন্তপ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তি-গণের রাজধানী?

কপি। আজ্ঞা হাঁ।

শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা ঐ সকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য প্রীতিকর বস্তু, কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরা-বতীকে লজ্জাদিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নির্ম্মাণ করেছেন।

কপি। ভগবন্, ঐ প্রতিষ্ঠান পুরী, বাহুবলেন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী নহুষপুত্র যযাতির উপযুক্তই রাজধানী, কারণ তাঁর তুল্য বেদবে-দাঙ্গপারগ, পরমধার্ম্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মনুজেন্দ্র সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায় স্থিতি করেন।

শুক্র। আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ সুপাত্রে প্রদান করা উত্তম কর্ম্মই হয়েছে।

কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি?

শুক্র। বৎস, বহুদিবসাবধি আমার পরমস্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই এবং তার যে সন্তানদ্বয় জন্মেছে, তাদেরও দেখ্‌তে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্যেই ত আমি এদেশে আগমন করেছি; কিন্তু অদ্য ভগবান্ আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কল্যেন; অতএব এ মুখ্য কালবেলার সময়; তা এইক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎস, অদ্য এই নিকটবর্ত্তি অতিথিশালায় বিশ্রামের আয়োজন কর।

কপি। প্রভো, যথা ইচ্ছা!

শুক্র। বৎস! তুমি এ দেশের সমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, কেন না, দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে আগমন করেছিলে; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড অস্তাচলচূড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করি।

কপি। ভগবন্! আপনার যেমন অভিরুচি।

[কপিলের প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) যে পর্য্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে তদবধি আমি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি। (বৃক্ষমূলে উপবেশন)।

(দেবযানী এবং পূর্ণিকার ছদ্মবেশে প্রবেশ।)

পূর্ণি। (দেবযানীর প্রতি) মহিষি! আপনার মুখে যে আর কথাটি নাই!

দেব। সখি, এ নির্জ্জন স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্যে। আমরা যে কি প্রকারে সেই দুরতর দৈত্যদেশে যাব, আর পথিমধ্যে যে আমাদিগকে কে রক্ষা করবে, তা ভাবল্যে আমার বক্ষঃস্থল শুখুয়ে উঠে।

পূর্ণি। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এপর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নাই। আমার বিবেচনায়, আমাদের রাজান্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত।

দেব। (সক্রোধে) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে তবে যাও না কেন? কে তোমাকে বারণ কচ্যে?

পূর্ণি। দেবি, ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই ছায়ার ন্যায় আপনার পশ্চাদ্গামিনী হব।

দেব। সখি, তুমি কি আমাকে ঐ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার আর দেখা উচিত? সে দুরাচার তার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্যভোগ করুক, সে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করো্যে তাকে লয়ে পরমসুখে কাল-যাপন করুক! তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক? তবে আমার দুইটি শিশু সন্তান আছে, তাদের আমি আমার পিত্রাশ্রমে শীঘ্র আনাবো। তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি? শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রেরা রাজ্যভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করুক। আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই দুরা-চার, দুঃশীল, দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতিফল? যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে্য আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠ্‌লো! হায়! হায়! আমার এমন দুর্ম্মতি কেন উপস্থিত হয়েছিল। আমি আপন হস্তে খড়্গ তুল্যে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি! আহা, যাকে রত্নভেবে অতিযত্নে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রমে প্রজ্বলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দহন কল্যে! (রোদন) হায় রে বিধি! তোর্ কি এই উচিত? আমি এ দুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কি দুষ্কর্ম্মই করেছি। এমন পতি থাকা না থাকা দুই তুল্য; তা যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফলও পেল্যেম।

পূর্ণি। রাজ্ঞি! আপনি একে ত মহর্ষিকন্যা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত।—(অর্দ্ধোক্তি)।

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন? আমার কি স্বামী আছে? আমি আমার স্বামীকে শর্ম্মিষ্ঠারূপ

কালভুজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ করে এসেছি! হা বিধাতঃ!—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)।

পূর্ণি। একি! একি! রাজমহিষী যে অচৈতন্য হল্যেন! ওগো এখানে কে আছ, শীঘ্র একটু জল আন ত! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! হায়! আমি কি কর্‌বো! এ অপরিচিত স্থান! বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা রেখ্যে যমুনায় কেমন্ করে্য জল আন্‌তে যাই? কি হলো! কি হলো! হা রে বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? যাঁর ইঙ্গিতে শতশত দাসদাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্যেন, তবুও এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর নিকটে একটু থাকে: আহা, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়? (রোদন।)

শুক্র। (গাত্রোত্থান ও অগ্রসর হইয়া) কার যেন রোদন ধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্যে না?—(নিকটে আসিয়া পূর্ণিকার প্রতি) কল্যাণি! তুমি কে? আর কি জন্যেই বা এতাদৃশী কাতরা হয়ে এ নির্জ্জন স্থানে রোদন কচ্যো? আর এই যে নারী ভূতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা তোমার কে?

পূর্ণি। মহাশয়, এ পরিচয়ের সময় নয়। আপনি অনুগ্রহ করে্য কিঞ্চিৎকাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি ঐ যমুনা হতে জল আনি।

[প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। এ স্ত্রীলোকেরা মায়াবিনী রাক্ষসী—কি যথার্থই মানবী, তাও ত কিছু নির্ণয় কত্যে পারি না।

দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা দুরাচার পাষণ্ড! হা নরাধম! তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণকন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর্ কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই।

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধকরি, এ স্ত্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভর্ৎসনা কর্‌তেছে।

দেব। যাও যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না; আমি কি শর্ম্মিষ্ঠা? চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে? মধুরস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি কর্‌তে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা হয়? তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হলিই বা, তোমাতে আমাতে যে কতদূর বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা——(পুনর্মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)।

শুক্র। (স্বগত) একি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তেছি? শিব! শিব! আর যে নিদ্রায় আবৃত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি? ঐ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার শ্রুতি-কুহরে প্রবেশ কচ্চে। এই যে নবপল্লবগণ মন্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি কর্‌তেছে। তবে আমি এ কি কথা শুন্‌ল্যেম? ভাল, দেখা যাক দেখি! এ নারীটি কে? (অবগুণ্ঠন খুলিয়া) আহা! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী! যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্তা হয়েছে। তা এদশায় এস্থলে কি জন্যে? আমি যে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্যি না, আমি যে জ্ঞানশূন্য——(অর্দ্ধোক্তি)।

(পূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ)।

পূর্ণি। মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এনেছি। (মুখে জল প্রদান)।

দেব। (সচেতন হইয়া) সখি পূর্ণিকে! রাত্রি কি প্রভাতা হয়েছে? প্রাণেশ্বর কি গাত্রোত্থান করে বহির্গমন করেছেন? (চতুর্দিগ্ অবলোকন করিয়া) অয়ি পূর্ণিকে! এ কোন্ স্থান?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! প্রথমে গাত্রোত্থান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে।

দেব। (গাত্রোত্থান ও শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া জনান্তিকে) অয়ি পূর্ণিকে! এ মহাত্মা মহাতেজাঃ ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে?

শুক্র। বৎসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

শুক্র। বৎসে! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো।

দেব। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্য্য! আপনি———হা পিতঃ! হা পিতঃ! (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ)। পিতঃ, বিধাতাই দয়া করো্য এসময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন)।

শুক্র। কেন কেন? কি হয়েছে? আমি যে এর মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্যি না। তোমার কুশল সংবাদ বল, (উত্থাপন ও শিরশ্চুম্বন)।

দেব। হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ দুঃখানল হতো্য ত্রাণ করুন, (রোদন)।

শুক্র। বৎসে! ব্যাপার টা কি, বল দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছো কেন? এত যে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তোমাকে দেখ্‌তে এলেম, তা তোমার সহিত এস্থলে সাক্ষাত হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি রাজগৃহিণী, তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত? তুমি এস্থানে এ অবস্থায় কি নিমিত্তে?

দেব। হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী দুহিতার আর কি কুল মান আছে? (রোদন)।

শুক্র। সে কি? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছো? (স্বগত) হা হতোঽস্মি! এ কি দুর্দ্দৈব। (প্রকাশে) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন?

দেব। ভগবন্, আপনি দেবদানবপূজিত মহর্ষি! আপনি সে নরাধমের নাম ওষ্ঠাগ্রেও আন্‌বেন না!

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুষ্টে পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিস্?

দেব। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্জ্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল; হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করো আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না।

শুক্র। (বিষন্নবদনে) একি বিষম বিভ্রাট! বৃত্তান্তটাই কি, বল না কেন?

দেব। (নিরুত্তরে রোদন)।

শুক্র। অয়ি পূর্ণিকে! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে?

পূর্ণি। ভগবন্! আমি আর কি বল্‌বো!

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা আর কি বল্‌বো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করো আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম।

শুক্র। কি সর্ব্বনাশ! এ কি কথা?

দেব। তাত! সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ব-বিধানে পরিণয় করো আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্র। আঃ (এরই নিমিত্তে এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? বৎসে! গান্ধর্ব্ববিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বে?

শুক্র। ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনি আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্ব্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত ছিল।

দেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ)।

শুক্র। (কর্ণে হস্তদিয়া) নারায়ণ ! নারায়ণ ! বৎসে ! আমি এ কর্ম্ম কি প্রকারে করি ? রাজা যযাতি পরম ধর্ম্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত ! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনা-সলিলে প্রাণত্যাগ করি !

শুক্র। (স্বগত) এওতো সামান্য বিপত্তি নয় (এখন করি কি ? (প্রকাশে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে অভিশম্পাতে ভস্ম করি ?

দেব। না না, তাত ! তা নয়, আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন, যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ কর্‌তে না পারে।

শুক্র। (চিন্তাকরিয়া) ভাল ! তবে তুমি গাত্রোত্থান করো্য গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ, আমি ত আর সে দুরা-চারের গৃহে প্রবেশ কর্‌বো না।

শুক্র। (ঈষৎকোপে) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে না।

দেব। তাত ! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কর্ত্যেই হবে ; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধি হয় ;—সখি পূর্ণিকে, তবে চল যাই।

(দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত শক্তি !—আবার তাও বলি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কর্‌ত্যে পারে ? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘট্‌বে ? তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে বস্যে বিবেচনা করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠানপুরী—শর্ম্মিষ্ঠার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান।

শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবিকার প্রবেশ।

দেবি। রাজনন্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখ্‌ছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত্ত হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল! এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর দুটি আছে?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যদ্যপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপ-হর্ত্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না?

দেবি। তা কর্‌বে না কেন?

শর্ম্মি। তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভর্ৎসনা করা উচিত? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তর অমূল্য রত্ন কি আছে বল দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, দেবযানী আমার অপমান করেছে বল্যে যে আমি রোদন কচ্চি, তা তুমি ভেবো না। দেখ সখি, আমার কি দুরদৃষ্ট! কি ছিল্যেম, কি হল্যেম! আবার যে কি কপালে আছে, তাই বা কে বল্‌তে পারে? এই সকল ভাবনায় আমি একবারে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন দর্শন না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কি রূপে করবো? সখি, যেমন মৃগী তৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে, সুশীতল জলাভাবে ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ বিরহে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে? (অধো-বদনে রোদন)।

দেবি। রাজনন্দিনি, তুমি এত ব্যাকুল হইও না; মহারাজ অতি ত্বরায় তোমার নিকটে আস্‌বেন।

শর্ম্মি। আর সখি! তুমিও যেমন, মিথ্যা প্রবোধ কি আর মন মানে? (রোদন)।

দেবি। প্রিয়সখি, তোমার কিছুমাত্র ধৈর্য্য নাই? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ্য করে; চক্রবাকীও তার প্রাণেশ্বর বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী যাপন করে; তা তুমি কি আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ ক্ষণমাত্র সহ্য কর্ত্যে পার না?

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশধর চিরকালের নিমিত্তে অস্তে গিয়েছেন। হায়! হায়! আমার বিরহরজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন)!

দেবি। প্রিয়সখি, শান্ত হও, তোমার এরূপ দশা দেখে তোমার শিশু সন্তানগুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা রোদন কচ্যে।

শর্ম্মি। হা বিধাতঃ, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমার কপালে কি এই ছিল? সখি, তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে শান্তনা কর গে, আমি এই নির্জ্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব।

দেবি। প্রিয়সখি, এ নির্জ্জনস্থানে একাকিনী ভ্রমণ করায় প্রয়োজন কি?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কি জান না, যখন কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিতা হয়, তখন কি সে আর অন্যান্য হরিণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন কর্য্যে থাকে? বরঞ্চ নির্জ্জন বনে প্রবেশ কর্য্যে একাকিনী ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করে, এবং সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রুজল আর কেহই দেখ্‌তে পান্ না। সখি, প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়ান্তরে মন আছে?

(নেপথ্যে) অয়ি দেবিকে, রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন লা ? এমন দুরন্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য ?

শর্ম্মি। সখি, ঐ শুন, তুমি শীঘ্র যাও।

দেবি। প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনী রেখে, আমি কেমন করেই বা যাই ; কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয়।

[প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) হে প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে আমার এ দগ্ধ-হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা আর কাকে বল্‌বো। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত পরিত্যাগ কর্‌লে ? হে জীবিতনাথ, তোমাকে সকলে দয়াসিন্ধু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো ? হে রাজন্, তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ন প্রদান করো, আবার তা অপহরণ কর্‌ল্যে ? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রান্ত পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে, তাকে ঘোরতর গহন কাননে এনে, দীপ নির্ব্বাণ কর্‌ল্যে ! (বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া) হা ভগবন্ অশোকবৃক্ষ, তুমি কতশত ক্লান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত জন্তুগণ তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌ল্যে, সুশীতল ছায়াদ্বারা তাদের ক্লান্তি দূর কর ; তুমি পরম পরোপকারী ; অতএব তুমিই ধন্য ! হে তরুবর, যেমন পিতা কন্যাকে বরপাত্রে প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তদ্রূপ প্রদান করেছ, কেন না, তোমার এই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। হে তাত, এক্ষণে এ অনাথা হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও। (রোদন) আহা ! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত যে কত সুখভোগ করেছি, তা বল্‌ত্যে পারি না। (আকাশপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায় ! সে সকল দিন এখন কোথায় গেল ! হে প্রভো নিশানাথ, হে নক্ষত্রমণ্ডল, হে

মন্দমলয়সমীরণ, তোমাদের সম্মুখে আমি পূর্ব্বে যে সকল সুখানুভব করেছি, তা কি আমার জন্মের মত শেষ হলো? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চার্য্য! গত সুখের কথা স্মরণ হল্যে দ্বিগুণ দুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ নয়।

গীত।

ঝিঝোটী—তাল মধ্যমান।

এই তো সে কুসুম কানন্ গো,
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষ রতন।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেই রূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুল বনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন্॥

আমরা এই স্থানে গানবাদ্যে যে কত সুখলাভ করেছি, তার পরিসীমা নাই, কিন্তু এক্ষণে সে সুখানুভব কোথায় গেল? আহা! কি চমৎকার ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অসুখ। বীণার তার ছিন্ন হল্যে তার যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে। আর না হবেই বা কেন? জলধরের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকলরবে প্রবাহিতা হয়? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধিনীকে একবারে বিস্মৃত হলে? যে যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রয় পেয়্যে কিঞ্চিৎ সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি

তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত পরাঙ্‌মুখ হল্যেন! (অধোবদনে উপবেশন)।

রাজার একান্তে প্রবেশ।

রাজা। (স্বগত) আহা! নিশাকরের নির্ম্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে।

যেমন কোন পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন কর্য্যে পুলকিত হয়, অদ্য সেই রূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে।

নানাশব্দপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শতশত খদ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্নরাজীর ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হত্যে পল্লবান্তরে শোভিত হচ্যে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী! (চিন্তা করিয়া গমন)। মহিষীর অন্বেষণে নানাদিকে রথী আর অশ্বারূঢ়গণকেত প্রেরণ করা গিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! তা বৃথা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে। কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্ম্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাবো? আহা! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ্য করেছেন, তা মনে হল্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (পরিক্রমণ)। ঐ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেম! আহা সে দিন কি শুভদিনই হয়েছিল।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যবস্থাতেই রাজভোগে বঞ্চিতা হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকেও হারাল্যেম! হা বিধাতঃ, তুমি আমার সুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে সৃষ্টি করেছো? (দীর্ঘনিশ্বাস)।

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে) একি! এই যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন।

শর্ম্মি। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া এবং হস্তগ্রহণ করিয়া) প্রাণনাথ, আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তে ছিল্যেম, না কোন দৈবমায়ায় বিমুগ্ধা ছিল্যেম? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এজন্মে দর্শন কর্‌বো, এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না।

রাজা। কান্তে, তোমার নিকটে আমার আস্‌তে অতি লজ্জা বোধ হয়।

শর্ম্মি। সে কি নাথ?

রাজা। প্রিয়ে, আমার নিমিত্ত তুমি কি না সহ্য করেছো?

শর্ম্মি। জীবিতনাথ, দুঃখ ব্যতিরেকে কি সুখ হয়? কঠোর তপস্যা না কল্যে ত কখন স্বর্গলাভ হয় না!

রাজা। আবার দেখ, মহিষী ক্রোধান্বিত হয়ে——

শর্ম্মি। (অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজ, তবে আপনি অতিত্বরায় এস্থান হত্যে গমন করুন; কি জানি, এখানে মহিষীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে!

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হল্যে? আর না হবেই বা কেন? বিধি বাম হল্যে সকলেই অনাদর করে।

শর্ম্মি। প্রাণেশ্বর, আপনি এমন কথা মুখে আন্‌বেন না। বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন? আপনার আদিত্য তুল্য প্রতাপ, কুবের তুল্য সম্পত্তি, কন্দর্প তুল্য রূপলাবণ্য—আর তায় আপনার মহিষীও দ্বিতীয় লক্ষ্মীস্বরূপা।

রাজা। প্রিয়ে, রাজমহিষীর কথা আর উল্লেখ কর্য়ো না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ কর্য়ে কোন্‌দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এপর্য্যন্ত তার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই।

শর্ম্মি। সে আবার কি, মহারাজ?

রাজা। প্রিয়ে, বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিত্রালয়ে গমন করে থাক্‌বেন।

শর্ম্মি। এ কি সর্ব্বনাশের কথা! আপনি এই মুহূর্ত্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি জানেন না, যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ! তাঁর এতদূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি কোপানলে এই ত্রিভুবনকেও ভস্ম কর্‌তে পারেন।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখ্যে আমি দৈত্যদেশে ত কোনমতেই গমন কত্যে পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায়?

শর্ম্মি। প্রাণনাথ, আপনি এ দাসীর নিমিত্তে অধিক চিন্তা কর্‌বেন্ না; আমি বালকগুলিনকে লয়ে দ্বারে২ ভিক্ষা করে উদরপোষণ কর্‌বো। আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্ব্বনাশ কত্যে উদ্যত হয়েছেন?

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তোমাপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হল্যো? তুমি আমার——(স্তব্ধ)।

শর্ম্মি। এ কি! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হল্যেন! কেন, কেন, কি হলো?

রাজা। প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত হল্যে পৃথিবী একবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেইরূপ—(ভূতলে অচেতন হইয়া পতন)।

শর্ম্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ! হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্ত্তিন্! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থই পরিত্যাগ কর্‌ল্যে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হা রাজকুলতিলক!

(দেবিকার পুনঃ প্রবেশ।)

দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে——(রাজাকে অব-

লোকন করিয়া) হায়। হায়। হায়। এ কি সর্ব্বনাশ। এ পূর্ণ শশধর ধূলায় লুণ্ঠিত কেন? হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং মৃদুস্বরে) প্রেয়সি শর্ম্মিষ্ঠে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার প্রাণ কেমন কচ্যে; অদ্যাবধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো।

শর্ম্মি। (সজলনয়নে) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাথাকে সঙ্গে কর! আমি মাতা, পিতা, বন্ধু বান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে্য কেবল আপনারই শ্রীচরণে শরণ লয়েছি! এ নিতান্ত অনুগত অধিনীকে পরিত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নয়।

দেবী। প্রিয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল হল্যে হবে না! চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে লয়্যে যাই।

শর্ম্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি।

[উভয়ে রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত) এ কি? রাজান্তঃপুরে যে সহসা এত ক্রন্দনধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠ্‌লো, এর কারণ কি? প্রিয় বয়স্যেরও অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপার টা কি? দ্বারপালের নিকট শুন্‌লেম্‌, যে মহিষী পূর্ণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তাঁর নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই—তবে এ কি?

(একজন পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হা রে পোড়া বিধি! তোর্‌ মনে কি এই ছিল? হায়! হায়! কি হলো?

বিদূ। (ব্যগ্রভাবে) কেন কেন? ব্যাপার টা কি?

পরি। তুমি কি শুন নি না কি? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আমরা কোথায় যাব? আমাদের কি হবে? (রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান)।

বিদূ। (স্বগত) দূর মাগি লক্ষ্মীছাড়া? তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে আমি কি বুঝ্‌ল্যেম? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তু——

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মহাশয়, ব্যাপার টা কি?

মন্ত্রী। (সজল নয়নে) আর কি বল্‌বো? এ কালসর্প—— (অর্দ্ধোক্তি)।

বিদূ। সে কি? মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি?

মন্ত্রী। সর্প ই বটে! মহারাজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং ধন্বন্তরীও তার বিষ হত্যে রক্ষা কর্‌ত্যে পারেন না; আর ধন্বন্তরীই বা কে? স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্যে ভীত হন্? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।

বিদূ। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পাল্যেম না।

মন্ত্রী। আর বুঝ্‌বে কি? গুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজকে অভি-সম্পাত কর্য্যেছেন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! তা মহর্ষি ভার্গব এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় কি প্রকারে জান্‌তে পাল্যেন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস) এ সকল দৈবঘটনা। তিনি এত দিনের পর অদ্য সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিদূ। তবে ত দৈবঘটনাই বটে! তা এখন আপনি কি স্থির কর্চ্যেন, বলুন দেখি?

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরো-হিত কি পরামর্শ দেন্।

বিদূ। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায়! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আর আমার জীবন থাকায় ফল কি? মহারাজ, আপনিও যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে; তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজ্ঞী দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ)

পূর্ণি। রাজমহিষি, আর বৃথা আক্ষেপ করেন্ কেন? যে কর্ম্ম হয়েছে, তার আর উপায় কি?

রাজ্ঞী। হায়! হায়! সখি, আমার মতন্ চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার হৃদয়-নিধি সাধ করে্য হারাল্যেম, আমার জীবনসর্ব্বস্বধন হেলায় নষ্ট কল্যেম। পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্মথকে ভস্ম কল্যেম! হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি আমার মতন্ পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্য কর্চ্যো? হে প্রভো নিশানাথ! তোমার সুশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়্যে দগ্ধ কর্‌চে না? সখি, শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হল্যেন্? হায়! হায়! হা আমার কন্দর্প! আমি কি যথার্থই তোমাকে ভস্ম কল্যেম? (রোদন)।

পূর্ণি। রাজমহিষি, রতিপতি ভস্ম হল্যে, রতি দেবী যা করে্য-ছিলেন্ আপনিও তাই করুন। যে মহেশ্বর, কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ করে্যছেন, আপনি তাঁরই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন্।

রাজ্ঞী। সখি, আমি এ পোড়ামুখ আর ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি বল্যে দেখাবো? হা প্রাণনাথ হা রাজকুলতিলক! হা নর-শ্রেষ্ঠ! হায়! হায়! হায়! আমি এ কি কল্যেম! (রোদন)।

পূর্ণি। দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহির্ষির নিকটে যাই। তা হলেই এর একটা উপায় হবে।

রাজ্ঞী। সে যা হৌক সখি, অদ্যাবধি আমাদের পূর্ব্ব প্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, দুই জনেই পতিসেবায় কিছুদিন সুখে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুবর, মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো।

রাজা। (প্রফুল্ল মুখে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া) অদ্য এক-বৃন্তে যুগল পারিজাত প্রস্ফুটিত। (আকাশে কোমল বাদ্য)।

শুক্র। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে, ইন্দ্রের অপ্সরীরা, এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতাদের অনুকূলতা প্রকাশ করণার্থে উপস্থিত হয়েছেন।

(আকাশে। পুষ্পবৃষ্টি।)

বিদূ। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু মর্ত্ত্যের আমোদ হল্যে ভাল হয় না? নর্ত্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত এখানে আনয়ন করি।

রাজা। (হাস্য মুখে) ক্ষতি কি?

বিদূ। মহারাজ, ঐ দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্যে কত্যে সভায় আস্চে। (জনান্তিকে রাজার প্রতি) বয়স্য, দেখুন! মলয় মারুতের স্পর্শ সুখানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হল্যে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহর রূপে নেচে নেচে আস্চে!

রাজা। (সহাস্য বদনে জনান্তিকে) সখে, বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চস্বর তরঙ্গে তদ্রূপ প্লবমানা হয়ে এদিকে আস্চে।

(চেটীদিগের প্রবেশ)

চেটী (প্রণাম করিয়া) রাজদম্পতী চিরবিজয়িনী হউন (নৃত্য)।

রাজা। আহা! কি মনোহর নৃত্য! সখে মাধব্য, এদের যথোচিত পুরস্কার প্রদানে অনুমতি কর।

শুক্র। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো! হে রাজন্, এখন আশীর্ব্বাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরমসুখে কাল যাপন কর, এবং শর্ম্মিষ্ঠার কীর্ত্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উড্ডীয়মানা থাকুক।

রাজা। ভগবন্, সিদ্ধবাক্য অমোঘ; আমি ঐহিক সুখের চরমলাভ অদ্যই করল্যেম।

(যবনিকা পতন)।

ইতি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সমাপ্ত।

রাজ্ঞী। সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন। এ
য এখনও বিদীর্ণ হলো না! হায়! হায়! প্রাণনাথ আমাকে
াল্যেন্—"প্রেয়সি, তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী
য়ে তপস্যায় এ জরাগ্রস্ত দেহভার পরিত্যাগ করি।" আহা!
াথের একথা শুনে আমার দেহে এখনও প্রাণ রৈলো! (রোদন)।

পূর্ণি। মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্ তাতের নিকট যাই।
উনিই কেবল এ রোগের ঔষধ দিতে পারবেন। এখানে বৃথা
াক্ষেপ কল্যে কি হবে?

[রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠান পুরী—রাজদেবালয়সম্মুখে।

বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।

বিদূ। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কল্যে? তোমরা কি উন্মত্ত হয়েছ? ঐ দেখ দেখি, সূর্য্যদেবের রথ আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষ সকলও ছায়াহীন হয়ে উঠ্‌লো। তোমরা কি এ রাজধানীর সর্ব্বনাশ কর্‌বে না কি?

প্রথ। কেন মহাশয়?

বিদূ। কেন কি? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যো? বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান আহ্নিক, আহারাদি কিছুই হলো না! যদি আমি ক্ষুধায় কি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়্যে, কি জানি, হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি তবে কি হবে, বল দেখি?

প্রথ। (সহাস্য বদনে) হাঁ, তা যথার্থ বটে! তা এর মধ্যে দুই প্রহর কি, মহাশয়? ঐ দেখুন, এখনও সূর্য্যদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি কচ্যেন। আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্য্যন্তও মুক্তাফলের ন্যায় পত্রের উপর শোভমান হচ্যে।

বিদূ। বিলক্ষণ! তোমরাত সকলি জান! (উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখ্‌চ, এটি সময় নির্ণয় কত্যে ঘটী-যন্ত্র হতেও সুপটু। আর তোমরা এ ব্যক্তিটে যে কে, তা ত চিন্‌লে না; ইনি যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে আর্য্যভট্টের পিতামহ।

প্রথ। তার সন্দেহ কি? আপনি যে একজন মহাপণ্ডিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি।

দ্বিতী। (স্বগত) এ ত দেখ্‌চি, নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। (প্রকাশে) সে যা হোক মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ দুরন্ত অভিশাপ হত্যে পরিত্রাণ পেল্যেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না?

বিদূ। (সহাস্য বদনে) ওহে, আমরা উঁদরদেবের উপাসক, অতএব তাঁর পূজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কর্ম্মই হয় না। বিশেষ জান ত, যে সকল কার্য্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণভোজন টা আবশ্যক।

দ্বিতী। (হাস্য মুখে) হঁা, তা গোব্রাহ্মণের সেবাত অবশ্যই কর্ত্তব্য।

বিদূ। বটে? তবে ভালই হলো; অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গোব্রাহ্মণ দুইয়েরি সেবা করা হবে।

প্রথ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এদিকে আস্‌চেন।

বিদূ। ও কিও? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে না কি? এ কি? ব্রাহ্মণসেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে?—হ্যা-দেখ, আশা দিয়ে না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই পরকালও নাই।

দ্বিতী। (হাস্য মুখে) না না, আপনার সে ভয় নাই।

(মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথ। আস্‌তে আজ্ঞা হোক, মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, সেই টে শুনবার জন্যে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের অনুগ্রহ কর্য্যে বলুন দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়! সে সব দৈবঘটনা, স্বচক্ষে না দেখ্‌লে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখ্যে দুঃখে এক-

বারে উন্মত্তার ন্যায় হয়ে উঠ্লেন; পরে তাঁর প্রিয়সখী পূর্ণিকা তাঁকে একান্ত কাতরা ও অধীরা দেখ্যে পুনরায় মহর্ষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, ঋষিরাজের অন্তঃকরণ দুহিতাস্নেহে আর্দ্র হল্যো, এবং তিনি বল্যেন, বৎসে, আমার বাক্যত কখন অন্যথা হবার নয়, তবে কেবল তোমার স্নেহে আমি এই বল্‌চি, যদি মহারাজের কোন পুত্র তাঁর জরাভার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ হত্যে নিস্তার পান, এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। রাণী এ কথা শ্রবণ মাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌লেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে আহ্বান করে্য বল্‌লেন, হে পুত্র, মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্যি; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এ জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর তা হলে, আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার এ সহস্র বৎসর স্রোতের ন্যায় অতি ত্বরায় গত হবে। হে প্রিয়তম! জরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হত্যে কিয়ৎ কালের জন্যে মুক্ত করো।

প্রথ। আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র যদু কি বল্‌লেন?

মন্ত্রী। রাজকুমার যদু পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বল্যেন, হে পিতঃ, জরারোগের ন্যায় দুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে? জরারোগে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও কুৎসিত হয়, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার কিছু মাত্র উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত সুখভোগে এককালে বঞ্চিত হোতে হয়; তা পিতঃ, আপনি আমাকে এবিষয়ে ক্ষমা করুন।

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

মন্ত্রী। মহারাজ যদুর এই কথা শুনে তাঁকে সরোষে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্যেন, যে তাঁর বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্ঠিতা হবেন না।

প্রথ। হাঁ, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয়?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন করে্য এই রূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্বিত হয়ে সকলকেই অভিশাপ দিলেন।

দ্বিতী। মহাশয়, কি সর্ব্বনাশ! তার পর? তার পর?

বিদূ। আরে, তোমরা ত এক "তার পর" বল্যে নিশ্চিন্ত হল্যে, এখন এত বাক্যব্যয় কত্যে কি মন্ত্রীমহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না? তা উনি দেখ্‌ছি পঞ্চানন না হল্যে আর তোমাদের কথার পরিশেষ কত্যে পারেন না।

মন্ত্রী। অনন্তর মহারাজ এ চারিপুত্রের ব্যবহারে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হল্যেন, তা বলা দুঃসাধ্য! তিনি একবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিন্তাসাগরে মগ্ন হল্যেন। তার পর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র্র পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে্য বল্‌ল্যেন, পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে্য স্বচ্ছন্দে রাজভোগ করুন। আপনি আমার জীবনদাতা,— আপনি এ অতি সামান্য কর্ম্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে? মহারাজ, পুত্রের এই কথা শুনে একবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন্ আর পুত্রকে অসঙ্খ্য ধন্যবাদ দিয়ে কোলে নিলেন।

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুরুর কি শুভলগ্নে জন্ম!

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুত্রকে এই বর দিলেন, যে পুত্র, তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজ-লক্ষ্মী কারাবদ্ধার ন্যায় চিরকাল আবদ্ধা থাক্‌বেন।

প্রথ। মহাশয়! তার পর?

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের ন্যায় ভস্ম হতে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান কর্‌লেন; একি সামান্য আহ্লাদের বিষয়!

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্যেম। তবে কয়েক দিনের পরে অদ্য রাজদর্শন হবে, আমরা সত্বর গমন করি। (নাগরিকদিগের প্রতি) এসো হে, চলো রাজভবনে যাওয়া যাক।

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্যি, আর অপেক্ষা কর্‌বো না।

[নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজসংসারে কোন খাদ্য দ্রব্যেরই অভাব নাই, এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট স্নেহও করো থাকে, কিন্তু তা বল্যে ঐ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও ত উচিত নয়। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে! তা না হল্যে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করো উদর পূরেণ কেন?

(নটী ও মন্ত্রীগণের প্রবেশ।)

(সচকিতে) আহাহা! এ কি আশ্চর্য্য!—এ যে দেখ্‌ছি তৃষ্ণা না এগিয়ে, জল আপনি এগিয়ে আস্‌চেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন এমনিই হয়। (নটীর প্রতি) তবে তবে,

সুন্দরি, এদিকে কোথায় বল দেখি? তুমি কি স্বর্গের অপ্সরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ কত্যে পাঠিয়েছেন।

নটী। কি গো ঠাকুর! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র না কি?

বিদূ। হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি তা জান, আমি যেমন বিশ্বামিত্র, তুমিও তেমনি মেনকা! তা তুমি যখন এসেছ তখন ইন্দ্রত্ব আমার কি ছার! এস এস, মনোহারিণি এস।

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচ্চি।

বিদূ। সুন্দরি, তুমি যেখানে সেখানেই রাজসভা! আবার রাজসভা কোথা? তুমি আমার মনোরাজের রাজমহিষী! (নৃত্য)

নটী। (স্বগত) এ পাগল বামুনের হাত থেকে পালাতে পেল্যে যে বাঁচি। (প্রকাশে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি?

বিদূ। হাঁ, তা বই কি? (নৃত্য)

নটী। কি উৎপাত!

[বেগে প্রস্থান।

বিদূ। ধর ধর, ঐ চোর মাগিকে ধর! ও আমার অমূল্য মনো-রত্ন চুরি কর্য়ে পালাচ্যে।

[বেগে প্রস্থান।

প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি?

দ্বিতী ঐ। ওটা ভাঁড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? চল আমরা যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠানপুরী রাজসভা।

রাজা যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদূষক, পূর্ণিকা, পরিচারিকা, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

রাজা। অদ্য কি শুভদিন! বহু দিনের পর যে ভগবান্ ঋষি-প্রবরের শ্রীচরণ দর্শন কর্‌বো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্যে!

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর, ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্যে মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন?

রাজা। না, অন্যান্য সভাসদ্‌গণকেও তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়েছে।

(নেপথ্যে) বম্ ভোলানাথ!

গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তেতালা।

জয় উমেশ শঙ্কর, সর্ব্ব গুণাকর,
ত্রিতাপ সংহর, মহেশ্বর।
হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
মৌলি বিরাজিত, সুধাকর॥
পিনাক বাদক, শৃঙ্গ নিনাদক,
ত্রিশূল ধারক, ভয়ঙ্কর।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত, সুরেন্দ্র সেবিত,
পদাব্জ পূজিত, পরাৎপর॥

রাজা। (সচকিতে) ঐ যে মহর্ষি আগমন কচ্যেন! (সকলের গাত্রোত্থান)।

(হর্ষি শুক্রাচার্য্য, কপিল, মন্ত্রী, ইত্যাদির প্রবেশ)।

শুক্র। হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী করুন। (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার কল্যাণ হোক, আর চিরকাল সুখে থাক।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবন্, আপনকার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় রাজধানী এতদিনে পবিত্রা হল্যো, বস্তে আজ্ঞা হোক। (কপিলের প্রতি) প্রণাম মুনিবর, বসুন। (সকলের উপবেশন।)

কপি। মহারাজের কল্যাণ হোক! (দেবযানীর প্রতি) ভগিনি, তুমি চিরসুখিনী হও।

শুক্র। হে নরাধিপ, আমার প্রিয়তমা দৈত্যরাজনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা কোথায়?

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি শর্ম্মিষ্ঠা দেবীকে অতি ত্বরায় এখানে আনান্।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

শুক্র। হে নরেশ্বর, আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যে এই বিপুল চন্দ্রবংশের প্রধান হবেন, এ জন্যেই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা প্রকাশ করেন। যা হোক, আপনি কোন প্রকারে দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না। বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার সন্তানদ্বয় অপেক্ষা সপত্নীতনয় পুরুর সম্মান বৃদ্ধি হল্যো বল্যে, এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না, জগৎপাতা যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা মহাপাপ কর্ম্ম! বিশেষতঃ ভবিতব্যের অন্যথা কত্যে কে সক্ষম?

(শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)।

শর্ম্মি। আমি মহর্ষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি আর এই সভাস্থ গুরুলোকদিগকে বন্দনা করি।

শুক্র। রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে আমি কি পর্য্যন্ত সুখী হল্যেম, তা প্রকাশ করা দুষ্কর। কল্যাণি, তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম! যেমন অদিতিপুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল শাসন কর্‌বেন। তা বৎসে, অদ্যাবধি তুমি দাসীত্ব শৃঙ্খল হত্যে মুক্তা হল্যে, আর দুঃখান্তেই নাকি সুখানুভব অধিকতর হয়, সেই নিমিত্তেই বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিৎকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্ম্ম অদ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলো। (রাজার প্রতি) হে রাজন্, যেমন আমি আপনাকে পূর্ব্বে একটি কন্যারত্ন সম্প্রদান করে্য-ছিল্যেম, অধুনা এঁকেও আপনার হস্তে অর্পণ কল্যেম, আপনি এ কন্যারত্নের প্রতিও সমান যত্নবান্ হবেন। এখন এঁকেও গ্রহণ করে্য আপনার একপার্শ্বে বসান্।

রাজা। ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শীরোধার্য্য। (দেবযানীর প্রতি) কেমন প্রিয়ে, তুমি কি বল?

রাজ্ঞী। (সহাস্য মুখে) নাথ, এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো?

শুক্র। বৎসে, তুমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়-সখী শর্ম্মিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান কর;—আর আপনার সহো-দরার ন্যায় এঁর প্রতি পূর্ব্বমত স্নেহ মমতা কর্‌ব্যে।

রাজ্ঞী। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি, আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর।

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তোমার দোষ কি? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়!